Registred No 13

অমৃত বাজার পত্রিকা

৫ম ভাগ } কলিকাতাঃ— ২১শে ভাদ্র বৃহস্পতিবার সন১২৭৯ সাল। ইং ৫ই সেপ্টম্বর ১৮৭২খৃঃ অব্দ } ৩০ সংখ্যা

বিজ্ঞাপন।

"আশা মরীচিকা,,

অভিনব গদ্য কাব্য

কলিকাতা আম হাষ্ট ষ্ট্রীট ১১৫নং ভবনে শ্রীযুক্ত যদু গোপাল চট্টোপাধ্যায় এবং কোম্পানির ছাপা খানায় বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে॥ মুল্য ডাক মাশুল সমেত ১৶।

উজীরপুত্র।

প্রথম পর্ব্বের মুল্য ৸৶ আনা ডাক মাশুল ৶ আনা, দ্বিতীয় পর্ব্ব ফি ফর্ম্মার মুল্য অর্দ্ধ আনা।

কলিকাতা সভাবাজার
শ্রীযুত কুমার উপেন্দ্র কৃষ্ণ বাহাদুরের বাটিতে আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

শ্রীঅমৃত কৃষ্ণ ঘোষ

সচিত্র রহস্য সন্দর্ভ।

বাৎসরিক মুল্য ২৷৶।
সম্পাদক শ্রী প্রাণনাথ দত্ত।
নিমতলা ৭৮ নং কলিকাতা।

রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের নিম্নলিখিত পুস্তকলি কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রয় হইয়া থাকে।

সুরধুনী কাব্য ১ম ভাগ	১
লীলাবতী নাটক	১৷০
নবীন তপস্বিনী নাটক	১
সধবার একাদশী প্রহসন	১
বিয়ে পাগলা বুড়ো প্রহসন	৸০
জামাই বারিক প্রহসন	১
দ্বাদশ কবিতা	৷৷০

সচিত্র গুলজার নগর।

রহস্যজনক কাব্য (novel) ইহাতে কলিকাতার সামাজিক নিয়ম ও শাসন প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে। বাজারিও কোর, কলেজ ষ্ট্রিট, বরদা মজুমদারের, গরাণহাটা বৃন্দাবন বসাকের গলির মোড়ের দোকানে ও সংস্কৃত ডিপজিটরিতে পাওয়াযায়। মূল্য৸০ ডাক মাসুল ৶।

সর্পাঘাত।

অর্থাৎ মাল বৈদ্যদের মতে সর্পাঘাত চিকিৎসা।

দ্বিতীয় সংস্করণ। ডাক্তার ফেরার সাহেব এ সম্বন্ধে যে গবেষণা করেন ও মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহার সার ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। মাল বৈদ্যদের হাতে রোগী মরেনা ও তাহাদের চিকিৎসা প্রণালী যে অতি উৎকৃষ্ট সর্পাঘাত পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন। মূল্য সমেত ডাক মাশুল ৷৶০ ছয় আনা।

শ্রীচন্দ্র নাথ রায়
কলিকাতা বহুবাজার।

সংগীতসমালোচনী।

আমরা সঙ্গীত সমালোচনী নামক একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচার করিবার সংকল্প করিয়াছি। কতক গুলি গ্রাহক সংগ্রহ হইলেই ইহা প্রকাশ করা যাইবে। কতিপয় বিখ্যাত সঙ্গীত বেত্তাগণ এই পত্রিকা চালাইবেন। ইহাতে যন্ত্র সঙ্গীত ও কণ্ঠ সঙ্গীত সমুদয় বিষয়ক প্রস্তাব বিস্তাররূপ বর্ণিত থাকিবে। গীত সেতারা, মৃদঙ্গ এসরাজ প্রভৃতি যিনি যাহা শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন এই পত্রিকার সাহায্যে শিখিতে পারিবেন মূল্য প্রত্যেক খণ্ডের ।০ চারি আনা। গ্রাহকগণ কলিকাতা নারিকেল ডাঙ্গায় বাবু হরমোহন ভট্টাচার্য্য অথবা অমৃত বাজার পত্রিকার প্রকাশকের নিকট মূল্য পাঠাইবেন।

নূতন সংস্কৃত যন্ত্র এবং অক্ষর ঢালাই কারখানা ফকির চাঁদ মিত্রের ষ্ট্রীট হইতে সিমলা হেদুয়া পুকুরের পূর্ব্ব গুয়াবাগান ষ্টিট ১৪ নং ভবনে উঠিয়া গিয়াছে।

শ্রীহরিমোহন মুখর্য্যে

বিজ্ঞাপন।

বিজ্ঞান সার উপক্রমণিকা অর্থাৎ জ্যোতিষ পদার্থ বিদ্যা, ভুমিতত্ত্ব, রসায়ন, প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত, শারীর ও মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি ৬৩খানি চিত্র সহ সরল ভাষায় লিখিত। ২২২ পৃষ্ঠা মুল্য ১টাকা। লীলাবতী (সংস্কৃত হইতে অনুবাদিত) ১ম ভাগ মূল্য ৷৷০ আনা। কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয় ক্যানিং লাইব্রেরি ও নর্ম্মাল স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু কালী প্রসন্ন সেন গুপ্ত মহাশয়ের নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীবীরেশ্বর পাঁড়ে।

বিজ্ঞাপন

নিউস্কূল বুক প্রেস বিশ্ব দর্পণ আফিস বহুবাজার ষ্ট্রীট হইতে সেণ্ট জেমস স্কোয়ার ক্রাউচস্ লেন ১০ নম্বর বাটিতে উঠিয়া গিয়াছে। ৩রা ভাদ্র।

শ্রীশশীভুষণ চট্টোপাধ্যায়।

পাবনা মেডিক্যালহল।

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার
ধাতু দৌর্ব্বল্যের মহৌষধি।

অনেক পুরুষ ও স্ত্রী ধাতু দৌর্বল্য ও ইন্দ্রিয় শিথিলতা জন্য সর্ব্বদা মনঃ ক্লেশে কালযাপন করেন। কোন প্রকার চিকিৎসায় ফল প্রাপ্ত না হইয়া হতাশাস হয়েন।

গরমীর পীড়া, শুক্রমেহ, অতিশয় শুক্র ব্যয় অন্যান্য প্রকার অহিতাচরণে শরীর শীর্ণতা ও জীর্ণতা প্রযুক্ত ধাতু অতিশয় দুর্ব্বল হয়, শুক্র পাতলা হয়, ধারণ শক্তি হ্রাস হয় এবং তন্নিবন্ধন মন সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তি বিহীন হইয়া থাকে।

ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ এখানে প্রস্তুত আছে ইহা সেবন করিলে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা। স্ফূর্ত্তি বিহীন মন ও শরীর স্ফূর্ত্তি যুক্ত হইবে, ধারণা-শক্তি বৃদ্ধি হইবে, শুক্রগাঢ় পরিমাণে বৃদ্ধি হইবে।

যাঁহারা এই মহৌষধি গ্রহণে ইচ্ছা করেন তাঁহারা পীড়ার অবস্থা বিস্তারিত রূপে লিখিবেন এবং ঔষধের মূল্য ইত্যাদির জন্য প্রথমতঃ ৫ পাঁচ টাকা পাঠাইবেন রোগীর নাম, ধাম আমাদিগের দ্বারা প্রকাশের আশঙ্কা নাই।

যাঁহারা নাম অপ্রকাশ রাখিতে চাহেন, তাঁহারা কেবল রোগের বিস্তারিত অবস্থা ও ঔষধি পাঠাইবার ঠিকানা লিখিলে আমরা ঔষধি পাঠাইতে পারিব।

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার হেয়ার
প্রিজারভার।
অর্থাৎ

[যুবা ও মধ্য বয়স্ক ব্যক্তিদিগের শুক্লবর্ণ কেশ যদ্দ্বারা পুনর্ব্বার কৃষ্ণবর্ণ হয়।]

হেয়ার প্রিজারভার কিছু দিন প্রণালী পূর্ব্বক ব্যবহার করিলে, শুক্লবর্ণ কেশ কৃষ্ণবর্ণ হইবে, কেশ ঘন ও পুষ্ট হইবে এবং মস্তকের চর্ম্মের প্রকৃত সুস্থাবস্থা হইবে।

ইহার মূল্য প্রতি সিসি ,, ,, ,, ,, ১ টাকা
ঐ ডাক মাসুল সহিত ,, ,, ,, ,, ১৷৶

শ্রীযুত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার
হিম সাগর তৈল।

যাঁহারা সর্ব্বদা অতিশয় পীড়া ও মানসিক চিন্তার জন্য মাথার বেদনা ও অবসন্নতায় কাতর থাকেন, তাঁহাদিগের পক্ষে এই তৈল বিশেষ উপকারী। প্রতিদিন কিছু কিছু মাথায় মাখিলে বেদনা ও অবসন্নতা ক্রমে ক্রমে একেবারে যাইবে। বায়ু প্রধান ধাতুর পক্ষে ও শিরঃ শূল গ্রস্ত রোগীর পক্ষে এই তৈল বিশেষ উপকারী।

ইহার প্রতিসিসির মূল্য ,, ,, ,, ১ টাকা
ঐ ডাক মাসুল সহিত ,, ,, ,, ১৷৶ টাকা

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার
কলেরা ক্যাম্ফার।

অর্থাৎ ওলাউঠা রোগের কর্পূরের আরক। মাত্রা একবিন্দু হইতে বিশ বিন্দু পর্য্যন্ত, মূল্য আদ ঔন্স সিসি বার আনা, এক ঔন্স সিসি একটাকা ও দুই ঔন্স সিসি ১৷৷০ টাকা। ডাক মাসুল প্রত্যেকের চারি আনা।

বিলাতি যতপ্রকার ওলাউঠা রোগের ক্যাম্ফার আছে, তাহা অপেক্ষা ইহামৃদু, উপকারী, ও সহজ ব্যবহার্য্য। প্রত্যেক ব্যক্তির এক এক সিসি রাখা উচিত।

শূল বেদনা, মহাব্যাধি, ক্ষয়কাশ, গলগণ্ড, মধুমেহ, অর্শ, বহু মুত্র ও সকল প্রকার উপদংশ রোগের ঔষধি বিক্রয়ার্থ "পাবনা মেডিক্যাল হলে" প্রস্তুতআছে।

ঔষধের মূল্যের জন্য যাহারা পোষ্টেজ ষ্ট্যাম্প পাঠান তাঁহারা যেন অনুগ্রহ করিয়া আদ আনা মূল্যের ষ্ট্যাম্প পাঠান।

বিজ্ঞাপন।

নিম্ন লিখিত তিন খানি প্রহসন দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হইয়া আমাদিগের নিকট বিক্রয়ার্থ রহিয়াছে

যেমনকর্ম্ম তেমনি ফল—মূল্য	৷৶০	ডাকমাসুল/০
উভয় সঙ্কট	"	৷০	ঐ
চক্ষু দান	"	৷০	ঐ

আই, সি, বসু, এণ্ডকোং কলিকাতা ষ্ট্যানহোপ প্রেস।

প্রজা ও গর্ণবমেণ্ট।

আমাদের চিরকালের মনের সাধ যে, প্রজার দুরবস্থা একবার গবর্ণমেণ্টের কর্ণ গোচর হয় ও ইংলণ্ডের লোক উহা জানিতে পান। আমরা গবর্ণমেণ্টকে অনেক রকমে দেখিলাম, কোন মতে আমাদের উপরে রাজ পুরুষগণের কৃপা হইল না। কিন্তু তথাচ আমরা বিশ্বাস করি, যদি কোন সুচিত্রকর প্রজার শোচনীয় অবস্থা চিত্রিত করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করিতে পারেন, যদি ইংলণ্ডবাসী মহৎ-ইংরাজেরা একবার প্রজার সেই শোচনীয় ছবিটী দেখিতে পান, তাঁহারা যদি প্রজার সেই শতগ্রন্থিযুক্ত বস্ত্র, অন্নাভাবে জীর্ণ শীর্ণ কলেবর, ও তৈলাভাবে জটাযুক্ত পিঙ্গলবর্ণ কেশ একবার দেখিতে পান, তাঁহারা যদি একবার জানিতে পান যে, প্রজার মানসিক অবস্থা প্রায় সামান্য পশুর মত, তাহার পুত্র কন্যাগণ ক্ষুধায় অবসন্ন, বেশভূষা বিহীন, প্রায় উলঙ্গ, বিবর্ণ, মলিন, দুঃখে ও দুরবস্থায় বিমর্ষ, এবং তাহার স্ত্রী বস্ত্রাভাবে গৃহ হইতে বহির্গত হইতে পারিতেছে না, তাঁহারা যদি তাহার সেই ভগ্ন কুটির, জলাভিসিক্ত আবর্জ্জনময় এবং কীট পতঙ্গ পূর্ণ মৃত্তিকা শয্যা দেখেন। আবার দেখেন যে, ইহাকে এক দিকে মহাজনের কিয়াদায় টানিতেছে, আর এক দিকে জমিদারের লোকে তাহার যথা সর্ব্বস্ব গোরু ছাগল লইয়া যাইতেছে এবং গবর্ণমেণ্ট ইহার উপর আবার রোড সেস, মিউনিসিপাল ট্যাক্স, শিক্ষাকর প্রভৃতি সংস্থাপন করিতেছেন, তাঁহারা যদি দেখেন যে, কোথাওবা পিতা এই করের, কি জমিদারের রাজস্বের কি মহাজনের দেনার নিমিত্ত তাহার দীন হীন পুত্র কন্যাদিগকে শোচনীয় অবস্থায় ফেলিয়া কারাগারে প্রবেশ করিতেছে ও কোথাও বা অন্ন কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রমে দুষ্কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হওত কার গারে প্রবেশ করিয়াছে এবং তাহার পরিবার অনশনে মৃত্যু গ্রাসে পতিত হইতেছে, তাহা হইলে আমরা বিশ্বাস করি, আর কিছু না হউক, গবর্ণমেণ্ট আমাদের রোদনে আর ঔদাস্য প্রকাশ করিবেন না। যাহা হউক, আমাদের সেই আশা এত দিনের পরে হয় ত পূর্ণ হইতে চলিল। সম্প্রতি বোর্ডের অধীন একটি নূতন বিভাগ হইতেছে। আমরা পূর্ব্বে ইহার সবিশেষ বিবরণ প্রকাশ করিয়াছি। এ বিভাগের ভার যাহার উপর অর্পিত হইবে, তিনি দেশের বিবিধ বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া তাহার বিবরণ প্রকাশ করিবেন। যদি এই ভারটি যোগ্য লোকের উপরে অর্পিত হয়, এবং তাঁহার দেশের মঙ্গল করিবার আন্তরিক ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে প্রকৃত দেশের বিশেষ উপকার হইবে। ইহাতে তাঁহারা শুদ্ধ দেশের উপকার করিবেন না, যদি মনে করেন এবং ক্ষমতা থাকে, তবে তাঁহারা আপনাদিগকেও বিশেষ খ্যাতাপন্ন করিতে পারেন। ইণ্ডিগো কমিসন বসার নিমিত্ত আমাদের দেশের যে কত উপকার হইয়াছে তাহা বলা যায় না। গবর্ণমেণ্ট সেই বার প্রথম প্রজার দুরবস্থার কথা অবগত হইলেন, প্রজারাও সেই বার অবধি জানিল যে, তাহাদের পক্ষে আইন ও বিচার আছে। কিন্তু তাহা ত যতই প্রকাশ হউক, এক্ষণ এত বিষয় আছে যাহা গবর্ণমেণ্ট কিছুই অবগত নন। এ বিভাগের কর্ম্মচারিগণের কোন্ কোন্ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে হইবে, তাহার একটি সুদীর্ঘ তালিকা গবর্ণমেণ্ট প্রকাশ করিয়াছেন এবং আমরাও গত এক সংখ্যা পত্রিকায় উহা প্রকাশ করিয়াছি। যদি যত্ন পুর্ব্বক এ সমুদয় অনুসন্ধান করা হয়, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট জানিবেন যে, প্রজার যতই উন্নতি হউক না, এক্ষণ পর্য্যন্ত পৃথিবীর মধ্যে এ দেশের প্রজার ন্যায় দুরবস্থান্ন মনুষ্য পৃথিবীর কোন দেশে নাই। ইহারা মদ পান করে না, পোষাক পরিচ্ছদ কাহাকে বলে জানে না, অতি সামান্য দ্রব্য আহার করে, অথচ বৎসরেরমধ্যে কতদিন ইহাদের অন্নাভাবে উপবাস করিতে হয়। গবর্ণমেণ্ট জানিতে পারিবেন যে, মহাজনের কত অত্যাচার এবং একটু বিশেষ অনুসন্ধান করিলে আরো জানিবেন যে, এ দেশে ক্রমে অর্থের অভাব হওয়াতে মহাজনের সুদের হার কত বাড়িতেছে, এবং যদি এইভাবে চলে, তবে আর কিছু দিন পরে দেশে মোটে মহাজন থাকিবে না। গবর্ণমেণ্ট অনুসন্ধান করিলে দেখিবেন যে, জমিদারে প্রজার উপর কত অত্যাচার করে, তাহার কত দূর ইংরাজী আইন কানন দ্বারা হইয়াছে এবং গবর্ণমেণ্ট প্রজাকে আইন কর্ত্তৃক জমিদারের হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে গিয়া কেমন করিয়া তাহাদিগকে আরো জমিদারের কৃপাধীনে নিক্ষেপ করিয়াছেন। যদি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে জানিতে পারিবেন যে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের ক্রমে কিরূপ দুরবস্থা হইতেছে ও দেখিবেন যে প্রায় সকল জেলার প্রধান ব্যক্তিমাত্রেই গাঁতিদার, অথচ আইন কর্ত্তৃক এই শ্রেণী প্রজা পরিগণিত হয় নাই এবং দশ আইন কর্ত্তৃক কত প্রজা উৎসন্ন গিয়াছে এবং কত জমিদার এই নিমিত্ত প্রজার সঙ্গে আপনারাও উৎসন্ন গিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট এটিও জানিবেন যে, হাজার অত্যাচারি হইলেও জমিদারে ও প্রজায় যেরূপ সম্বন্ধ তাহাতে জমিদার শ্রেণীর অনিষ্ট করিতে গেলে সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রজার অনিষ্ট করিতে হয়। গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে জানিবেন যে, এদেশের প্রজারা কেমন নিরীহ এবং তাহাদের পক্ষে পেনালকোড কত কঠোর ও অন্যায়। এ দেশের দুষ্কর্ম্মী লোকের সংখ্যা কমিতেছে কি বৃদ্ধি হইতেছে এবং তাহার কারণই বা কি, এদেশের গোরুর দুরবস্থা কিরূপ এবং কেন ও কি উপায়ে তাহার নিবারণ হইতে পারে, এগুলি এই সুযোগে ভাল করিয়া গবর্ণমেণ্ট অবগত হইতে পারিবেন। কৃষকদিগের পক্ষে লেখা পড়া সম্ভব কি না, তাহাদের বালক বালিকাদিগের লেখা পড়া শিখিবার সময় আছে কি না, লেখা পড়া শিখিতে আরম্ভ করিতে গেলে, তাহারা কতদূর শিখিতে পারিবে এবং তাহারা পরিণামেই বা কি দাঁড়াইবে, ভূদেব বাবুর প্রতিষ্ঠিত পাঠশালা দ্বারা কৃষকের উপকার কি অপকার হইয়াছে, এ দেশের লোক কতদূর জমিদার গণ ও কত দূরমহাজন কর্ত্তৃক বা ব্যবস্থাপক গণের অনবধানতা পূর্ব্বক আইন কানন প্রণয়ন করাতে কষ্ট সহ্য করে, প্রজাদিগের হাকিম, পোলিস এবং ইংরাজী আইনের উপর কত দূর আস্থা কত দূর ঘৃণা ও কতদূর ভয় এ সমুদয় জানিতে পারিবেন। আমাদের বিবেচনায় রোড সেস, কৃষকদিগকে শিক্ষা প্রদান, মিউনিসিপালিটি আইন প্রভৃতি বিধিবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের এই সমুদয় গুলি অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য ছিল। তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টও জানিতে পারিতেন, এই সমুদয় আইন দ্বারা দেশের মধ্যে কত অত্যাচার হইবে, এবং আমাদেরও অনর্থক রোদন করিতে হইত না। ফল যদি জনসংখ্যার হিসাব ঠিকমত হইয়া থাকে এবং গবর্ণমেণ্ট যে কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইতেছেন তাহাতে সুসিদ্ধ হন, তবে সম্ভবত দেশ হইতে অনেক দুঃখ দূর হইবে। অনেক বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট বুঝিতে পারিবেন যে, আমরা কেন তাহাদের কার্য্যের প্রতি এরূপ আপত্তি করি এবং প্রজা যে দিন দিন গবর্ণমেণ্টের উপর বীতরাগ হইতেছে তাহার কারণ কি?

নেটিব সিবিল সরবিস।

এডুকেশন গেজেট জনরবে শুনিয়াছেন যে, গবর্ণর জেনরেল ক্যাম্বেল সাহেবের প্রতিষ্ঠিত সিবিল সরবিস অনুমোদন করেন নাই। সত্য হউক মিথ্যা হউক, এবং নেটিব সিবিল সরবিস কর্ত্তৃক দেশের মঙ্গল হউক আর অনিষ্ট হউক, লপ্টনেণ্ট গবর্ণর আমাদের মধ্যে এরূপ অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছেন যে, লোকে এই সম্বাদ শুনিয়া মহা সন্তুষ্ট হইয়াছেন। ক্যাম্বেল সাহেব এদেশে এরূপ অযশস্বী হইয়া উঠিয়াছেন যে, তিনি কোন গতিকে অপ্রতিভ হইলে লোকে ত সন্তুষ্ট হয়ই, তাহা কর্ত্তৃক যদি কোন ভাল কাজ হয়, তজ্জন্যও লোকে তাঁহাকে প্রশংসা করিতে চাহে না। এমন কি সম্বাদ পত্রের সম্পাদকেরা পর্য্যন্ত সাহস করিয়া তাঁহার কোন উত্তম কার্য্যের নিমিত্ত তাঁহাকে প্রশংসা করিতে পারেন না, পাছে জন সাধারণ তাহাদের উপর বিরক্ত হয়। অনেক সময় কেহ কেহ কেম্বেল সাহেবের প্রশংসা করিয়া অর্থ, পদ ও যশ সম্বন্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। যাহা হউক, লর্ড নর্থব্রুক যদি সিবিল সরবিস প্রণালীকে অনুমোদন না করিয়া থাকেন, তবে প্রকৃত তিনি ভাল করিয়াছেন কিনা এবং ইহাতে জনসাধারণের হিত না অনিষ্ট হইবে। ডিপুটী মাজিস্ট্রেট পদটী এদেশে ভারি গৌরবের। পূর্ব্বে যখন এদেশীয়রা সিবিল সরবিসে প্রবেশ করিয়া ছিল না, আমরা হাইকোর্টে স্থান প্রাপ্ত হইয়া ছিলাম না, তখন ডিপুটী মাজিস্ট্রেটি এদেশের উচ্চতম পদ ছিল। এ পদ গৌরবের অনেক কারণ হয়। সদর-আলাদিগের বেতন অধিক ছিল বটে, কিন্তু ডিপুটী গণের এক হিসাবে প্রায় মাজিস্ট্রেট দিগের তুল্য ক্ষমতা ছিল, আবার প্রথম প্রথম উচ্চ বংশ হইতে, কলেজ উত্তীর্ণ সুখ্যাতি প্রাপ্ত ছাত্র গণ হইতে, সচরাচর ডিপুটী মাজিস্ট্রেট পদ গুলি পুরণ করা হইত। এই সমুদায় কারণে এদেশীয়দের উচ্চাভিলাসের সীমা ডিপুটি মাজিস্ট্রেটি পদ প্রাপ্তি ছিল। যখন নীলের হেঙ্গামার দরুণ অনেক গুলি ডিপুটি কলেকক্টর ও মাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তখন ঠিক উপরিউক্ত নিয়মান

কার্য্য হয় না এবং এই নিমিত্ত এই পদটী কতক হত গৌরব হয়। তাহার পরে গ্রে সাহেব পরীক্ষা লইয়া ডিপুটি মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিয়া আবার কিয়ৎ পরিমাণে লোকের নিকট এ পদের সম্মান হ্রাস করেন। ক্যাম্বেল সাহেবের গত পরীক্ষায় ইহার আবার আরো অনিষ্ট হইয়াছে এবং তাহার নূতন প্রণালী দ্বারা যখন ডিপুটী গণ নিযুক্ত হইবেন, তখন ডিপুটী গণে আর অন্যান্য সামান্য আমলায় সম্ভবতঃ আর কোন বিশেষ থাকিবে না। ডিপুটী গণের হাতে গবর্ণমেণ্ট অনেক ভার দেন, সুতরাং তাহাদের পদ গৌরব কিছু মাত্র কমিলে দেশের অনিষ্ট এবং এ হিসাবে ক্যাম্বেল সাহেব নূতন সিবিল সরবিস দ্বারা অনিষ্ট করিতেছেন। আর একটি অনিষ্ট আছে এবং আমরা সেইটি বিশেষ অনুভব করি। তিনি যে প্রণালী অবলম্বন করিতেছেন, তাহাতে এদেশের সুশিক্ষার পক্ষে বিশেষ বিঘ্ন হইবে। আমরা প্রায় চাকুরির জন্যে লেখা পড়া শিখি, বিদ্যার জন্যে না। ক্যাম্বেল সাহেবের প্রতিষ্ঠিত প্রণালীর দ্বারা লোকের মানসিক বৃত্তির উৎকর্ষ হইবে না। রাজকার্য্য নির্বাহ নিমিত্ত কেবল কতক গুলি যন্ত্র প্রস্তুত হইবে, যন্ত্র চালক প্রস্তুত হইবে না। কিন্তু ক্যাম্বেল সাহেব একটি অভাব এই উপায় দ্বারা নিরাকরণ করিতেছেন এবং সে অভাবটি দিন দিন এদেশে ভারি প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। তিনি শারীরিক ব্যায়াম চর্চ্চা, ও ঘোড়ায় চড়া প্রভৃতি শিক্ষা দিয়া আমাদের যে মঙ্গল করিবেন আমরা তাহা অম্লান বদনে স্বীকার করি। কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় মানসিক উৎকর্ষের বিনিময়ে শারীরিক উৎকর্ষ বিধেয় কি না সে বিষয় সন্দেহের স্থল। কিন্তু আমরা একটি প্রত্যাশা করিতেছি। এদেশের উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা সামান্য ডিপুটি মজিষ্ট্রেটর পদে সন্তুষ্ট থাকিবেন না। তাঁহারা যদি উচ্চ ব্যবসায় কি রাজপদের অভিলাস বিদ্যাভ্যাস করেন এবং ক্যাম্বেল সাহেব এক দল কর্ম্মঠ বলিষ্ঠ ও দৃঢ় কর্ম্মচারী প্রস্তুত করেন, তবে এত দিন পরে হয় ত বাঙ্গলা জাতির উন্নতি যথা নিয়মে হইতে আরম্ভ হইবে।

In our vernacular columns, we give an account of the case of Kessab Lal Bose, now a prisoner in the Jessore Jail, in which we fear justice was not done to the prisoner. As the appeal of the prisoner has been dismissed by the Judge there remains now no other remedy. We hope the High Court should take up the matter and reconsider the case.

Will His Honor make an inquiry in connection with his other statistical inquiries as to the cause of the decline in the weaving industry of the country? We fear three-fourths or upwards of the weavers in Bengal have forgotten the art of weaving and our best weavers have turned pedlars of English piece goods. Not merely this, the poor peasant women of the country managed to get something, not much, but about ½ to one anna per diem by working at their *churka* but the importation of twist along with piece goods has almost silenced the *churkas* of the country too. From the following table it will appear at once how the import of these articles is increasing year by year.

Year	Rupees
1850-1	28,819,720
" 54	33 417,910
" 56	40,921,470
" 59	54,097,670
" 66	72,369,990
" 68	100,020,030
" 70	86, 878,160

It will appear from the above table that the value of imports of the twist and piece goods has quadrupled within the course of 20 years. As a necessary sequence of this state of things, the exportation of the raw materieal is increasing every year. In 1850-51 its value was in Rupees 20,567,170 and in 1870 it amounted to 151,438,020. The Madras Government made such an inquiry and learnt that "native cloths have to a considerable extent been displaced by European piece goods"

Mr. Cadell, Collector of Tanjore thus accounts for the decline of the weaving trade. He says the principal cause is the supercession by machinery of hand-labor, and the inability of the latter to compete with the former. Another cause, he says, is the greater attraction which agriculture with the advantage of irrigation affords. This is not a fact at least in Bengal. The third cause *is the municipal Act which had the effect of driving the traders from Towns.* His Honor should mark the fact. Those who think that because the Chinese purchase our opium therefore England has every right to draw out of this country annually about $\frac{1}{3}$rd of its nett Revenue should ponder on the facts stated above. It will not do to destroy both ends, to destroy the indigenous manufactures and increase taxation; you must either lower the tax or increase a healthy trade. Our wealthy countrymen may follow the noble example of Holkar and import machineries here but we would prefer to appeal to wealthy Anglo-Indians, than to our inert, unenterprizing, and it must be said selfish countrymen.

Are there no patriots in Dacca? Cannot they make some sacrifices for their country? They quarrel amongst themselves and injure whom—only the Dacca Association and by way of sympathy other associations of Bengal. When people quarrel when such interests are at stake they simply act the part of traitors. Who amongst the people of Dacca would like to be called a traitor? Is this a time for such internal dissension? Be patient, love your country, do your duty, do not prove an enemy to Bengal. The Rajshahye Association is doing far better with poorer elements. A deputation waited upon His Honor with one of the nicest of addresses that was ever read to a ruler. We can easily comprehend as was actually the case, how the simple and sweet address delighted the Lieutenant Governor. It was an address of a child to its father. The deputation purposely refrained from alluding to any of the moving political questions of the day, for in all of them Mr Campbell was so intimately connected that if they were to allude to them the address of welcome would be converted into a vote of censure. But here is the

TO HIS HONOR THE LIEUTENANT GOVERNOR OF BENGAL.

MAY IT PLEASE YOUR HONOR—We in behalf of the Rajshahye Association, respectfully crave your Honor's leave to welcome your Honor to our District Capital. By our national instinct we, Natives of Bengal, seek to see the person of the sovereign or the representative as a great means of relieving and comforting our hearts. We cherish for them the same personal feeling of devotion and loyalty as we do for the head of the family, enlarged and heightened to suit the greatness of the sphere. Thus to us the arrival of your Honor is joyous and assuring. How we wish that the District were oftener favoured with such cheering visits on the part of the ruler of the province. It exerts a most salutary influence on the minds of the people, and is calculated to confer great and manifold good. Your Honor will see the state of the District and the thorough-sifting way in which your Honor will look to things will certainly make known to your Honor much of the wants and requirements of the people. Thus, we hope, that your Honor's visit will tend to the improvement of the condition of the people of Rajshahye, and the removal of the grievances.

The opening of the contemplated line of railway in this part of Bengal, will supply a great want. The great river cuts off the districts on this side from the rest of the province. This has been a great drawback to the progress of the people in these districts. The opening of the contemplated line will remove the disadvantage to some extent. The matter has long remained in the shape of a project. We are delighted to hear that your Honor is about to make the work begin. We hope that your Honor will not allow any more obstacles to remain in the way of the work.

In conection with the mention of the great barrier interposed by the Padma in respect of journey and communication, we will draw your Honor's attention to the great disadvantage Rajshahye, Rungpore, Dinagepore &c. have to suffer on account of the Commissioner of the Division remaining at Moorshedabad. That is the only district in the Division which is on the other side of the river. Besides, Rajshahye was all along the seat of the Commissioner, and that not by any accident but because the comparative central position of the district and other considerations would point to it, as the appropriate place. The Division too is known by the name of the Rajshahye Division. We hope your Honor will consider the matter. May God speed your Honor."

The substance of His Honor's reply

The address is given in a kindly spirit. and I accept it cordially. The districts remote from the metropolis really stand in need of frequent visits by the governor. I can see the benefits of such visits. But you will see the difficulties in our way; in the hot season journeys in muffessil are impracticable and in the rainy season too it takes a deal of time to travel from one place to another. I am very glad to receive this deputation representing as you tell me all classes of people and having (looking to Shekh Khoda Boksh alias Khoodee) one representative of the agricultural clss that down trodden class of humanity. This shews that the distinction of caste feeling are dying away and you are rising above them. With regard to the Railway I can assure you that that will soon be an accomplished fact. The purpose of my coming in this district is for it as well as to make arrangement for that railway work to begin. The Northern Railway Superintendent Engineer is with me. Tomorrow we go down to Dhaparee to see where the line may cross the River. We have this too in contemplation how to cross over the river. These districts are really—as you say—at a great disadvantage in respect of communication. The railway line we hope will soon remove that disadvantage.

With regard to the commissioner your complaint as to the seat of the commissioner is by no means ungrounded. Rajshahee is

more a central place than Moorshidabad and the river intervening occasions much inconvenience to the people in these districts. But it is that river you know which is to blame. We have no control over it. You know that the Division is called the Rajshahe Division and the commissioner used to stay here. But this mighty river washed away the commissioner's office, (and pointing to Mr. Robinson the commissioner) I may say washed away the commissioner himself. It is not easy to build public buildings and there can be no reliance on a stream like the Pudma. However when the intended railway line will open, the difficulties and inconveniences of journey will to a great extent disappear and then it will not be very material where the commissioner may remain. I shall be happy to hear any suggestion you may wish to make. I shall once more be here back from Dhapraee and then you may make any representations you like. This is for the first time I see not representative of an association. It does credit to the Rajshahee Association and the people of Rajshahyee. That vast clsss of people has always been neglected. It is cheering to see with you a representative of that even down trodden class.

The Lieutenant Governor gave a cordial reception to the members of the deputation so that our correspondent one of the members of the deputation writes that he forgot at that moment that it was the destroyer of their High Schools and Colleges upon whom they were waiting. The Lieutenant Governor was delighted and he was particularly pleased to see amongst the members of the deputation a poor peasant by the unassuming name of Khoodee Shekh. Just imagine the deputation was headed by Raja Promotha Nath Roy Bahadoor and followed by Khoodee Shekh" The Lieutenant Governor congratulated the members on the success of their Association and the perfect cordiality between the Zeminders and Ryots of the district. The thing is the want of sympathy between the ryots and zemindars is only a myth. Some Anglo Indians, evil-minded & intelligent and others stupid and honest and the rent Laws of government have been all along acting to create a dissension between the two classes but with no good result. The working of the District Associations have proved it.

The Lieutenant Governor's Tour--A Gazette Extraordinary notifies that the Lieutenant Governor leaves Maldah on the 2nd, Bhaugolepore on the 6th, and Monghyr on the 8th September. In days of yore when kings went out into the interior, they carried bags of gold along with them to be distributed amongst the poor, the sick and the lame. But as that is not possible under English *raj* the Lieutenant Governor is doing all what he can to leave a testimony of his liberality in the Districts he is passing through. The people of Berhampore extorted some thing from him, which he would have never consented to give from Belvidere. He was there amidst *his* people, the people pressed him for a favor and he could not altogether disappoint them. We wish Mr. Campbell were oftener in the Moffussil. In Rajshye he met with a most cordial reception and gave a cordial reception to those who went to see him. He promised them a Railway comunication with Calcutta and we dare say he would have complied with the reasonable requests of the people if they had preferred any. His Honor let off an old prisoner who had been long time in Jail; he also finally promised to sanction the High school classes there at Rajshye for which the Raja of Doobalhati made a most munificient donation. The Director wished to avail of this donation for retaining the abolished classes of the Berhampore college, His Honor for sometime was uncertain but he at last voted in favor of Rajshye. One thing displeased him. The Magistrate of Berhampore and some other big officials did not choose to attend upon him and show him any proper respect. Mr. Campbell had to conduct his investigations and inspections alone. There was no pomp, no official observances and it seemed to His Honor that the Officials did not at all attach any importance to the visits of His Honor to their District. He was offended and wrote a strong minute upon it. He complained that while in other parts of India too much preparation is made for official visits, some officers in Bengal go to the opposite extreme and do not make any preparation at all. Such a minute as this has undoubtedly given an opportunity to the public to laugh at him. The malicious may easily take advantage of the above minute to insinuate that the Lieutenant Governor is fond of pomp and he was mightily displeased because magistrates did not receive him with fireworks and tomtoms. But every one must have his due, even that not-to-be-mentioned personage. Though he has done a great deal of mischief to the country, yet he is the Head of the Province, and a proper official observance is not only becoming but absolutely necessary to preserve the dignity of the office he holds. Just fancy the Lieutenant Governor inspecting the offices, with nobody to enlighten him and reply to his queries. But whether he did a wise thing or not by giving vent to his thoughts we do not know, though it must be admitted that the minute does credit to his simplicity and outspokenness. He might have omitted with advantage to mention the fact that no preparations were made to receive him. But as the minute now stands, we fear it will be unfairly criticized by officials and the people throughout Bengal and make him still more unpopular if possible amongst the Civilians of the country. The position of the Lieutenant Governor is queer indeed! Unpopular amongst the people he has come to govern, unpopular amongst his own subordinates, he has only Mr. Bernard to console him. The Officers want absolute powers over the people but they do not at all choose to give absolute powers to their chief. This Mr. Campbell thinks very unfair. A strong executive is his beau-ideal of good Government. He has under the weak government of the Chief Justice brought the Judicial Department under his control, he is an admirer of the New Criminal Procedure Code, he likes to exercise summmary powers and wishes to give such powers to his Subodinates, he is always careful to preserve the *prestige* and dignity of the Covenanted member of the Service, but they must absolutely submit to *him*. He wishes that a strong Government should be thus represented mathematically.

People : Service :: Service : Heads

Now the New Criminal procedure Code has made the Service absolute masters of the people, so Mr Campbell as in the case of Jesuits wants absolute control over the members of the Service. This the privileged classes do not choose to yield and hence his unppoularity amongst his Subordinates. In the case of the people the cause of disagreement is quite otherwise. He would force favors upon them which they would have not. He would benefit them, but they would not be benefited. He would construct roads with their money but they would not have the roads, and keep the money. He would teach them self Government on a small consideration, but they would remain ignorant of that noble art and save themselves from that small consideration. Was there ever such a ridiculous cause of quarrel? In the case of English Education he has given abundant cause to the people to come to the conclusion that he did not wish him to go beyond the limits of *keraneedom* and *amindom*. We wish he had not demolished the Colleges of Bengal, for he might, have been a very popular Governor. People will never as long as the sun endures, forgive him his destructions of the Higher Educational Institutions of Bengal. It is a pity that Mr. Campbell does not appreciate the intensity of discontent that he has created by abolishing the Colleges. In spite of his sincerety, intelligence, impartiality, capacity for business we regret to mention, that the event, when his term of office will expire is contemplated by the people with real pleasure. We have reason to believe that Mr. Campbell is fully aware of his unpopularity and is not quite at ease on account of that. Of course the remedy lies in his hands to remove this widespread discontent, and nobody is to be blamed but himself for his unpopularity. Mr. Grey was respected and loved, so was Mr. Beadon when the people got over the excitement caused by the famine, so was Mr. Grant. So it has never been the habit of the natives of this Province to hate their governor. It is clear therefore that it was he alone who alinated the people from him. The one way to make his name blessed among the people of Bengal is to restore the Colleges he has destroyed and postpone the carrying out of his new municipal Act. These done His Honor may pay all attention to his native Civil service classes amidst the blessings of the people. And we can promise him an address signed by half the population of Bengal at the time of his departure. This is the bribe we helpless people can alone offer, we have nothing else to give besides our blessings.

The Report of the Finance Committee—The Finance committee has closed its labors for the present. It was raised to kill the demon of a Royal commission of inquiry. Homœopaths, it is said raise a disease similar to the one which affects the system, and then kill the one with the other. The dêmand for a Royal commission was made from all parts of India by Europeans and Natives and parliament observing the signs of the times, met the discontented people half way that they might not go the whole length and press them home. Perceiving that the people of India would want meat, they contrived to throw bones unasked to pacify them. This wisdom has made England great and this stupid simplicity has made India what it is. Now see what the members of the finance committee have done. They have been laboring

these, two years and found wha'— nerely horses eggs. They have discovered it is true that the expenditure for Civil Services has increased 10 millions in 13 years, but what of that? The Government of India never denied the facts that the expenditure of the Empire has fearfully increased. This fact and how this increase was brought about could be easily learnt by referring to the blue books published by government. What was the use of giving trouble to fifty gentlemen who were called in to give their evidences? All the facts gathered so carely by the members could have been found in the blue books. None ever suspected that the Officers of government stole money, there was an increase and it was for the members to enquire into the cause of this increase and to suggest measures how to make the two ends meet. This they shall never be able to do unless they shall have taken evidence of the other we mean the people's party. If the committee is a sham let it close its labors and go to bed but if it really means to be of some service let the members hear from the parties whose greatest interests are at stake. Any fair and candid statement from the officers of Government is now out of the question. We do not know how it came about it, but the fact is the witnesses all of whom are Government servants have gone before the members with a belief that the government of India was on its trial. Whenever government servants spoke candidly and boldly they were immediately reminded by Mr. Under Secretary as in the case of Mr. Geddes, that they were government servants and they would feel the consequence of their treachery, on their return to India. People like Mr. Strachy-brought up in the demoralising atmosphere of a subject country could not brook the idea of being cross examined and he insulted the members who had the audacity to trouble him. So *feeling* has intervened and truth has fled. They must come to India, or take some men from India to hear what they have to say on the matter. A petition ought to be made to Parliament, and we hope that if properly represented, our prayer may meet with succes. But whether the committee comes here, or we go to the committee it must hear us. If the Parliament fails to comply with our request we can send men at our expence. To raise money for such a purpose may not be a difficult matter, but where to find men? Even if we find such men they should undergo a training before they are allowed to speak in India's name. Those who have the inclination and ability to serve their country in this matter should come forward and remove the chief difficulty of sending witnesses before the Commttee. Money may be forth coming.

যশোরের নায়ব জেলদারোগার মোকদ্দমা।

নায়েব জেল দারোগা কেশবের নামে প্রথমতঃ চারিটী চার্জ্জ উপস্থিত করা হয়। (১) ৪২ টাকা তহবিল তছরূপ, (২) মিথ্যা বহি প্রস্তুত করা, (৩) মুল্য না দিয়া জেলের দ্রব্য ব্যবহার করা, (৪) প্রমাণ গোপন করা। মকদ্দমা আরম্ভ হইলে কেবল প্রথম ও চতুর্থ চার্জ্জটী থাকে, অপর দুইটী পরিত্যক্ত হয়। তহবিল তসরূপের মকদ্দমার হিসাব প্রদানের সময় জেল দারোগা মোটে ৭৮/ টাকার হিসাব দিতে পারে এবং তাহা প্রমাণ করিতে প্রবর্ত্ত হইয়া তিনি কেবল দেখাইতে পারেন যে জিনিস বিক্রয়ের হিসাবে গোলাপদী নামক এক ব্যক্তির নামে ॥০ আনা এবং খোদাবখস নামক আর এক জনের নামে ১ টাকা জমা নাই। কেশব বলিতেছে যে, ইহাদের নামে নামে জমা নাই বটে, কিন্তু ঐ টাকা বহিতে জমা হইয়াছে। জেলে প্রত্যহ যে দ্রব্য বিক্রয় হয় তাহা কখন কখন প্রতি নামে জমা হয়, আবার কখন কখন দশ জনের টাকা এক নামে জমা হয়। নামের সঙ্গে জেল হিসাবের কোন সংস্রব নাই, টাকার ঠিক লইয়াই কথা। কেশব এই বিষয় দুর্গাবর রায় ও রাম মোহন পরামাণিকের সাক্ষ্য দ্বারা সপ্রমাণ করিতেছে। তাহারা যে টাকার দ্রব্য জেল হইতে লয়, তাহাদের নামে তাহা অপেক্ষা বেশী টাকা জমা আছে। কেশব আরও বলিতেছে যে, জেলে জিনিষ বিক্রয়ের দুই খানি বহি থাকে। এক খানির নাম সেলভাউচার এবং অপর খানির নাম সেলপ্রোসিড। ইহার প্রথম বহিতে দৈনিক বিক্রয়োৎপন্ন টাকার জমা হয়, অপর বহিতে আমদানি মালের পরিমাণ, বিক্রীত মালের পরিমাণ, বিক্রয়ান্তে অবশিষ্ট মালের পরিমাণ এবং বিক্রয়োৎপন্ন টাকার সংখ্যা জমা থাকে॥ এই দুইখান বহিতে মিল আছে। লফোর্ড সাহেব আপিলের বিচারে বলেন যে, এই দুই বহিই কেশবের লিখিত। ঐ দুই বহিতে মিল না রাখিলে সে সাহস করিয়া চুরি করিতে পারে না। কিন্তু প্রোসিডসেল বহিতে টাকার জমা ভিন্ন আমদানি মালের, বিক্রিত মালের ও বাকি মালের পরিমাণ লিখিত হয়। কেশবের চুরি করিতে হইলে সুদ্ধ উভয় বহিতে মিল রাখিলে চলে না, মালের পরিমাণের মিল রাখাও প্রয়োজন। কিন্তু সেলপ্রোসিড বহির সঙ্গে সেলভাউচার বহির টাকা জমার যেরূপ ঐক্যতা আছে, সেরূপ সেল প্রোসিড বহির মোট টাকার সঙ্গে বিক্রীত মালের পরিমাণের সম্পূর্ণ ঐক্যতা আছে। কেশবের টাকা চুরি করিতে হইলে মাল চুরি করিতে হয়। কিন্তু সে যে মাল চুরি করিয়াছে তাহার কোন প্রকার প্রমাণ প্রদর্শিত হয় নাই। আমদানি মালের সহিত বিক্রীত ও বাকী মালের হিসাব করিলে এ বিষয় অতি সহজেই দেখান যাইতে পারিত।

কেশবের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় চার্জ্জ প্রমাণ গোপন করা। সে যখন জানুয়ারি মাসে একটীং জেলার ছিল, সে সময় তাহার সেলভা উচারে কাটকুট হয় এবং সে তাহা স্পষ্ট করিয়া আর এক খানি বহিতে তুলিয়া নিয়ম মত স্বাক্ষর প্রভৃতি করিয়া আপিসে রাখে। যখন বর্ত্তমান জেল দারোগা আসিয়া তাহার চার্জ্জ বুঝিয়া লইলেন, তখন সে সেই বহি অনুসারে সমুদয় বুঝাইয়া দেয়। জেল দারোগার নিকট কালি বিশ্বাস নামক একজন কয়েদী বলে যে, কেশব টাকা চুরি করিয়াছে এবং জানুয়ারি মাসের সেলভাউচার বহিতে তাহা ধরা পড়িত, কিন্তু কেশব তাহা বদলাইয়া অপরএক খানি বহি প্রস্তুত করিয়াছে মনরো সাহেব জেলারের রিপোর্টে এই কথা শুনিয়া কেশবের পূর্ব্বকৃত বহি তলব করেন। সে তাহা দিতে পারে না। এসম্বন্ধে যে সমুদয় প্রমাণ লওয়া হইয়াছে, তাহাতে ইহাই সাব্যস্ত হইয়াছে যে, উক্ত বহিতে কাটকুট ছিল বলিয়া কেশব উহা নকল করিয়া এক খানি নুতন পুস্তক প্রস্তুত করে এবং কেশব তাহা স্বীকার করিতেছে। উক্ত পুস্তকে আর প্রয়োজন নাই বলিয়া সে তাহা যত্ন পুর্ব্বক রাখে নাই। ইহাতে কেশব কিসে প্রমাণ গোপন করা অপরাধ করিল তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। প্রথমত উক্ত বহি খানা কি বিষয়ের প্রমাণ হইত? যে তহবিল তসরূপের মকদ্দমায় কেশব দণ্ডনীয় হইয়াছে, সে ঘটনা মার্চ্চ মাসে হয়॥ উক্ত বহিখানি জানুয়ারি মাসের। এই জানুয়ারি মাসের বহির সঙ্গে মার্চ্চ মাসের তহবিল তসরূপ মকদ্দমার যে কোন সংস্রব আছে তাহা কিছুমাত্র দেখান হয় নাই। দ্বিতীয়ঃ উক্ত বহি প্রমাণ কিসে হইত? সর্ব্বত্র রীতি আছে, পত্র কি হিসাব কাটকুট হইলে তাহার পরিবর্ত্তে পরিস্কৃত পত্র কি হিসাব প্রস্তুত করা হয় এবং অপরিস্কৃত হিসাব পত্র নিক্ষিপ্ত হয়। কেশব তাহাই মাত্র করিয়াছে। কেশব পরিস্কৃত বহি অনুসারে জেল দারোগাকে চার্জ্জ বুঝিয়া দিয়াছে, এবং এই অনুসারে আপিসের অপর সমুদয় কাজ কর্ম্ম করিয়াছে। সুতরাং অপরিস্কৃত বহির সঙ্গে আপিসের কোন সংস্রব নাই। জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব বলিতেছেন যে, এই অপরিস্কৃত হিসাব বাহির হইলে কেশবের অনেক চুরি প্রকাশ হইত। অতএব মাজিষ্ট্রেটের বিবেচনায় উক্ত কাটকুট বহি সেই সেই চুরির প্রমাণ। জানুয়ারি মাসে যে কেশব চুরি করিয়াছিল তাহার কোন প্রকার প্রমাণ থাকা দূরে থাকুক, কিঞ্চিৎ মাত্র অনুমানও নাই॥ বিশেষত কেশবের মকদ্দমার যখন আপিল হয়, তখন অনুসন্ধানে প্রকাশ হয় যে, জেলের একজন কয়েদী অনেকগুলি কাগজ পত্র নষ্ট করিয়া ফেলে, সম্ভবত সেই সঙ্গে উক্ত বহি নষ্ট হইয়া থাকিবে। আমরা ভরসা করি হাইকোর্ট এই মকদ্দমাটীর নথী তলব করিয়া সুবিচার করিবেন।

গবর্ণমেণ্ট নিয়োগ।

গ্রিবল সাহেব ২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।—বাখর গঞ্জের ডেঃ মাজিষ্ট্রেটী বাবু আনন্দ চন্দ্র সেন দক্ষিণ সাবাজ পুরের ভার প্রাপ্ত হইলেন।—বেগুসরাইয়ের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ব্রেট সাহেব দিনাজপুর বদলী হইলেন।—ডেঃ মাজিষ্ট্রেট মৌলবী উইলিয়াত হোসেন ভুবুয়ার ভারী প্রাপ্ত হইলেন।—সাহাবাদের ডেঃ মাজিষ্ট্রেট মৌলব আজরল হক গয়ায় বদলী হইলেন।—পাটনার ডেঃ মাজিষ্ট্রেট বাবু মেদিনী প্রসাদ সাহাবাদে বদলী হইলেন।—ডেঃ মাজিষ্ট্রেট উড সাহেব নিজ পাটনায় স্থাপিত হইলেন।—ডেঃ মাজিষ্ট্রেট ফদা আলি সারণে নিযুক্ত হইলেন। হোপ সাহেবের অনুপস্থিত কাল পর্য্যন্ত রিচার্ডসন সাহেব সারণ ও চাম্পারণের সেসনস জজের কার্য্য করিবেন। বাবু কৈলাসচন্দ্র সেন রংপুরের অন্তর্গত বাদার গঞ্জের মুনসেফ হইলেন।

সংবাদ।

—বাবু হরিশ্চন্দ্র তালাপত্রের যত্নে পাবনায় আর একটী বিধবা বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বর কন্যা উভয়েই ব্রাহ্মণ জাতীয়। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেব নাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ইহার পৌরহিত্য কর্ম্ম করিয়াছেন। বিস্তর হিন্দু ব্রাহ্মণ কায়স্থ এই বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। হরিশ বাবু এই মহৎ কার্য্যের নিমিত্ত সকলের ধন্যবাদের পাত্র। কুষ্টিয়ার অন্তর্গত আমলা গ্রামে তিলি জাতির মধ্যে আর একটি বিধবা বিবাহ হইয়া গিয়াছে। ইহার প্রধান উদ্যোগী কাটদহা নিবাসী বাবু রতিকান্ত বসু ও বাবু বিধুভূষণ বসু। এই দুইটী বিবাহ হিন্দু মতে সম্পাদিত হয়। অনাথা বিধবা দিগের দুঃখ মোচনে যাঁহারা যত্নশীল ঈশ্বর তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন।

—আমরা এক খানি ইংরেজী সম্বাদ পত্র হইতে নিম্নের সম্বাদটি উদ্ধৃত করিলাম। ইংলণ্ডে এক জনেরা স্ত্রীপুরুষ উভয়ে মাতাল ছিল এবং তাহারা উভয়ে রাত্র দিন বিবাদ বিসম্বাদ করিত। গত ১৫ই আপ্রিল তারিখে স্ত্রীটী অনেক রাত্রে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাহার স্বামীর কাছে কিছু অর্থ চাহিল। স্বামী মদ পানে মাতাল হইয়া আগুণ পোহাইতেছিল। সে স্ত্রীকে টাকা দিতে অস্বীকার হইল। ক্রমে দুই জনে বিবাদ আরম্ভ হইল এবং স্বামী স্ত্রীর কটি দেশ ধারণ পূর্ব্বক অগ্নির উপর ধরিল। মুহূর্ত্তে স্ত্রীর মস্তক পর্য্যন্ত আগুণ ধু ধু করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া সে পঞ্চত্ব পাইল। রাজ বিচারে স্বামীর ১০ বৎসর কারা বাসের আজ্ঞা হইয়াছে।

— রুসিয়ায় পূর্ব্বে টেলিগ্রাফ বিভাগে স্ত্রীলোক সকল নিযুক্ত হইত। কিন্তু জুগোপিসা স্ত্রীলোক দিগের অত্যন্ত কম, এই নিমিত্ত রুসিয়ান সম্রাট পাছে রাজ্যের নিগূঢ় বৃত্তান্ত সকল স্ত্রীলোক দিগের দ্বারা প্রকাশ হইয়া পড়ে এই ভয়ে তাহা দিগকে উক্ত বিভাগ হইতে অবসৃত করেন। সম্প্রতি ভারতবর্ষের টেলিগ্রাফ বিভাগে স্ত্রীলোক দিগকে নিযুক্ত করার কথা হইতেছে॥ মান্দ্রাজের অন্তর্গত তেলিচারী আফিসে এক জন ইউরোপীয় সিগনালার গবর্ণমেণ্টে দরখাস্ত করিয়াছেন যে, তাহার স্ত্রীকেও উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়॥ টেলিগ্রাফাকের তত্ত্বাবধায়ক এ বিষয়ের অনুমোদন করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে কর্ম্ম খালী হইলে তাহার বিষয় বিবেচনা করা যাইবে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট রহস্যে পরিপূর্ণ, তাহারা দেখিবেন যেন স্ত্রীলোক দিগের দ্বারা তাহাদের সমুদায় ঘরোয়া কথা বাহির হইয়া না পড়ে।

— আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে খাজা আবদুল গনি মিঞা ও তাঁহার পুত্র খাজা আসান উল্লা সাহেব ঢাকার উন্নতির নিমিত্ত এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

— আমরা আজি অল্পদিন হইল রাজসাহীর একটী অদ্ভুত মকর্দ্দমার কথা প্রকাশ করি। যশোহরে আর একটী মকর্দ্দমা হইতেছে, সেও সামান্য অদ্ভুত নয়। এক পক্ষ বলিতেছে অমুক অমুকের সম্মুখে বিক্রয়ের এস্তাহার জারি হইয়াছে, আর এক পক্ষ নিলাম রদের আপত্তি করিয়া বলিতেছে যে, আদবে এস্তাহার জারি হয় নাই এবং অপর পক্ষ যে সমুদয় ব্যক্তির সম্মুখে জারি হইয়াছে বলিতেছে আদবে সে নামের মানুষ গ্রামে নাই। আবার সম্প্রতি ২৪ পরগণার জজের নিকট একটী মকর্দ্দমা চলিতেছে। কোণা গ্রামের রামকুমার ব্রহ্মের পুত্র বধু রমাসুন্দরী উত্তরাধিকারী স্বত্বে তাঁহার স্বামীর সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারিণী হন। সম্প্রতি কাষ্টভাঙ্গার তারিণী চরণ বক্সি উপস্থিত হইয়া জজসাহেবের নিকট দরখাস্ত করে যে রমাসুন্দরীর মৃত্যু হইয়াছে এবং উত্তরাধিকারী স্বত্বে সে এ সম্পত্তির অধিকারী ও সে এই নিমিত্ত আদালত হইতে সার্টিফিকেট প্রার্থনা করে॥ ইতিমধ্যে রমাসুন্দরীর পক্ষ হইতে জজ সাহেবের নিকট দরখাস্ত পড়ে যে, সে জীবিত আছে। ইহা লইয়া তুমুল সংগ্রাম যাইতেছে। এ পর্য্যন্ত ১১ জন সাক্ষীর জবান বন্দী গ্রহণ করা হইয়াছে। সাক্ষীর মধ্যে সভাবাজারের রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর আছেন। তারিণীর পক্ষ লোকেরা বলিতেছে যে রমাসুন্দরীর একহাতে ছয়টী আঙ্গুল ছিল।

— মিস আলেন নামক ম্যাঞ্চেষ্টারের এক জন যুবতী স্ত্রীর বিরুদ্ধে উইসার্ট নামক এক ব্যক্তি গ্লানি সূচক বাক্য ব্যবহার করে। মিস আলেনের কোন পুরুষ আত্মীয় না থাকায় তিনি স্বয়ং এক খানি ঘোড়ার চাবুক দ্বারা প্রকাশ্য স্থানে উক্ত ব্যক্তিকে বিলক্ষণ রূপে প্রহার করেন। তিনি উইসার্টের বিরুদ্ধে এরূপ দুর্ব্ব্যবহার না করেন এই নিমিত্ত তাহার মুচলেকা লওয়া হইয়াছে॥ কি ভয়ানক স্ত্রীলোক! কিছু দিন হইল আমাদের এক জন বন্ধু এই রূপ একটী ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়া ছিলেন। পটল ডাঙ্গার কোন গলিতে দুটী স্ত্রীলোক বাস করিত। ইহারা সহোদরা ভগিনী। এক দিন এক জন পাহারা আলা ইহাদের এক বুনকে কদর্য্য কথা বলায় সে গৃহ হইতে এক গাছ ঝাঁটা আনিয়া পাহারালাকে প্রহার করিতে থাকে। পাহারা আলা আবাক হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিল॥ বিস্তর লোক আসিয়া জড় হইল ও পাহারালাকে ধিক্কার দিতে লাগিল। অবশেষে পাহারালা ঝাঁটার বাড়ী সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন করিল।

— লাকিয়াত আলি যিনি বিদ্রোহী বলিয়া সম্প্রতি কারাবদ্ধ হইয়াছেন, সিপাহী যুদ্ধের সময় তিনি এই ঘোষণা পত্র প্রকাশ করেন। "অপদার্থ খৃষ্টানদিগের নিহত করিবার নিমিত্ত এই ধর্ম্ম যুদ্ধের ঘোষণা পত্র দ্বারা মুসলমান ধর্ম্মাক্রান্ত ছোট বড় সকল শ্রেণী লোক দিগকে আহ্বান করা যাইতেছে যে বিধর্ম্মী দুরাচারেরা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রের বিশেষতঃ আলাবাদের মুসলমান দিগের প্রতি যে অত্যাচার ও নিষ্পীড়ন করিতেছে তাহা সকলেই অবগত আছেন। তাহারা মুসলমান দিগের গৃহ লুণ্ঠন ও অগ্নি দ্বারা উহা ভস্মীভূত করিয়াছে, ফাঁসী এবং অন্য উপায়ে তাহাদিগের প্রাণ নষ্ট করিয়াছে, তাহাদের বাটি ঘর দুয়ার চষিয়া সমভূম করিয়াছে, মুদ্রাঙ্কন বল দ্বারা রহিত করিয়াছে, ধার্ম্মিক, পণ্ডিত ও বিজ্ঞান বিসারদ ব্যক্তি দিগের রক্তপাত করিয়াছে, এবং ঈশ্বরের বাক্য ও ধর্ম্ম পুস্তক সমুদয় খণ্ড ২ করিয়া ছিড়িয়া ফেলিয়াছে। এই নিমিত্ত প্রয়োজন হইতেছে যে, যাহাদের মুসলমান ধর্ম্মের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস আছে, তাহারা বিধর্ম্মী দিগের বিরুদ্ধে ধর্ম্ম যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হন। তাহা হইলে পরকালে মঙ্গল হইবে। এ বিষয়ে কাহার শঙ্কা কি সন্দেহ করার প্রয়োজন করেনা, সকলের ইহার নিমিত্ত ধন সম্পত্তি অর্পণ করা কর্ত্তব্য, প্রাণ পর্য্যন্ত দেওয়া কর্ত্তব্য। সকলের অস্ত্র সংগ্রহ করা এবং ঐক্য হওয়া কর্ত্তব্য। আমি ভরসা করি যে, যখন পাত্র বিবেচনা করিয়া অবিনশ্বর সুখ প্রদত্ত হইবে, তখন যেন কেহ তাহা হইতে বঞ্চিত না হন। যদি এই বিশেষ উদ্দেশ্য সম্পন্ন করিতে তোমাদের কাহাকে কর্ত্তা করিতে হয় তবে তাহা কর এবং তাহার আজ্ঞাধীন হও। ধর্ম্ম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইলে ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করা চাই তাহা হইলে তিনি আমাদের সহায়তা করিবেন। তিনি যে আমাদিগকে সাহায্য করিতেছেন, তাহা স্পষ্ট রূপে জানা যাইতেছে। আমাদের অস্ত্র শস্ত্র ধন সম্পত্তি কিছুই ছিল না, কিন্তু তিনি মুসলমান ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত দুরাচার ও অধার্ম্মিক খৃষ্টান দিগকে বঞ্চিত করিয়া এসমুদায় যুদ্ধের উপকরণ আমাদিগকেই দিয়াছেন।,,

— এবার গ্রীষ্ম সর্ব্বত্রই সমান। ইংলণ্ড এরূপ শীত প্রধান দেশ, সেখানেও গ্রীষ্মের যন্ত্রণায় লোকে অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। আবার নিউইয়র্কে পারা এক শত ডিগ্রির উপরে উঠিয়াছে ও সেখানে প্রায় এক হাজার লোকের সর্দ্দি গরমি হয়, তন্মধ্যে আড়াই শত লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

—মন্দালা নামক স্থানে ভয়ানক জল প্লাবন হইয়াছে। সেখানকার ডেপুটী কমিসনার নৌকায় কাছারী করিতেছেন। গত আট বৎসরের মধ্যে এরূপ বন্যা সেখানে দেখা যায় নাই॥ সরকারী রাস্তা সকলের উপর ছয় ফিট জল হইয়াছে।

— এই সেপটম্বর মাসে রুসিয়ার সম্রাট জারমেনির সম্রাটের সঙ্গে বারলিন নগরে সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন শুনা যাইতেছে।

—নেপালসের এক জন ধনশালী জমিদার কতক গুলি ডাকাইতের হস্তগত হইয়াছেন, ডাকাইতেরা বলিতেছে যে, লক্ষ মুদ্রা না পাইলে তাহারা তাহাকে ছাড়িয়া দিবে না।

—খিদিরপুরের একজন মহাজন তাহার পোষ্য পুত্রের নিকট যথা সর্ব্বস্ব রাখিয়া এক দিনের নিমিত্ত স্থানান্তরে গমন করে। পোষ্য পুত্রকে সে শিশুবেলা হইতে লালন পালন করে এবং শেষে তাহার জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় করিয়া দেয়। সেবাটী প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখে যে, তাহারস্ত্রী অপর দুইজন পুরুষের সঙ্গে হাজার টাকার সম্পত্তি লইয়া অনুদ্দেশ হইয়াছে ও মহাজন দোকানে আসিয়া দেখে যে ৮০ টাকা সমেত একটী বাক্স যাহা সে পোষ্য পুত্রের নিকট রাখিয়া যায় তাহাও হারাইয়াছে ইহাতে উক্ত ব্যক্তির উপর তাহার সন্দেহ হয় এবং পোলিষ আসিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার উদ্যোগ করিলে সে পলায়ন করে॥ সে সম্প্রতি ধরা পড়িয়াছে ও রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হইয়াছে॥

—১৮৭১ সালের দশ আইন অনুসারে যাহার হাজার টাকা কি তদতিরিক্ত টাকা আয়ের উপর ট্যাক্স নির্দ্ধারণ হইয়াছিল, এ বৎসর সেই অনুসারে তাহার ট্যাক্স নির্দ্ধারণ হইবে। গত বৎসর যাহার হাজার টাকার ন্যূন আয়ের উপর ট্যাক্স নির্দ্ধারণ হইয়াছিল, এ বৎসর তাহার উপর ট্যাক্স নির্দ্ধারণ হইবে না॥ যাহার গত বৎসর ট্যাক্স না হইয়া থাকে, কলেক্টর যত দিনের ইচ্ছা করেন তাহার তত দিনের আয়ের গড় পড়তা করিয়া সে ট্যাক্সের যোগ্য কি না তাহার সাব্যস্ত করিতে পারিবেন।

— সম্প্রতি জজ বেলি সাহেব মিথ্যা সাক্ষ্য সম্বন্ধে এক মকদ্দমায় রায় প্রকাশ কালীন বলেন যে, তিনি দশ বৎসর কার্য্য গতিকে অবগত হইয়াছেন যে, এদেশে যেখানে জিদের মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে সেইখানে এক পক্ষ না এক পক্ষে মিথ্যা সাক্ষী বর্ত্তমান আছে। তাঁহার বিবেচনায়, গবর্ণমেণ্টের কোন কঠোর শাসন দ্বারা ইহার নিবারণ করা কর্ত্তব্য। তিনি স্বমত সমর্থন নিমিত্ত বোম্বাইয়ের ভূতপূর্ব্ব চিফ জষ্টিসের মতও উদ্ধৃত করিয়াছেন। মিথ্যা সাক্ষ্য ও জাল কর্ত্তৃক যে অনেক মকদ্দমার প্রকৃত অবস্থা কখন২ প্রকাশ হয় না তাহার কোন সন্দেহ নাই এবং ইহার কোন প্রতিবিধান করা কর্ত্তব্য। বেলি সাহেব কোন কঠোর শাসন ইহার নিমিত্ত ব্যবস্থা করিতে বলেন, কিন্তু তিনি একটু স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে, কঠোর শাসন দ্বারা দেশে জাল ও মিথ্যা সাক্ষ্য উৎপন্ন হইয়াছে এবং গবর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে যত কঠোর নিয়ম করিবেন, তত জাল ও মিথ্যা বৃদ্ধি হইবে। মনুষ্যের প্রকৃতি বিচিত্র, উহা শাসন দ্বারা সংশোধন করে কাহার সাধ্য।

— আমাদের মহারাণীর বয়ঃক্রম ৫০ বৎসরের অধিক হয় নাই, কিন্তু ইহার মধ্যেই তাহার বংশাবলী বিলক্ষণ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি স্বয়ং ৯টী সন্তান প্রসব করিয়াছেন। ইহাদিগের পাঁচ জনের বিবাহ হইয়াছে এবং এযাবৎ ইঁহাদিগের সন্তান সন্ততি ২৩ টী হইয়াছে। সম্প্রতি আবার রাজকুমারী ক্রিশ্চিয়ান আর একটী সন্তান প্রসব করিয়াছেন, সুতরাং মহারাণীর পরিবারের সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ৩৩ জন হইলেন। তাঁহার অন্যান্য অবিবাহিত পুত্র কন্যা গুলির বিবাহ হইলে তিনি হয়ত অচিরে শত প্রপৌত্র ও প্রদৌহিত্রের মুখাবলোকন করিবেন।

—গত যুদ্ধের নিমিত্ত জারমেনেরা ফরাসীদিগের নিকট যে টাকা দাবি করিয়াছেন তাহা প্রদত্ত হইলে খরচবাদে জারমেনির ২২ কোটী টাকা লভ্য থাকিবে।

—বেলজিয়ামে একটি সভা হইয়াছে। সংবাদ বাহী কপোত জাতির উন্নতি করা এই সভার উদ্দেশ্য। ইহাঁরা এই জাতীয় অনেক গুলি উত্তম ২ কপোত সংগ্রহ করিয়াছেন। প্রকৃত সংবাদ বাহী কপোত এক মিনিটে এক মাইল পথ গমন করিতে পারে॥ অন্ধকারে ইহারা চলিতে পারে না। রাত্রে ইহাদিগকে উড়াইয়া দিলে সমস্ত রাত্র ইহারা কোন বৃক্ষে বা গৃহে অবস্থান করিয়া প্রাতে চলিয়া যায়। কুয়াশা হইলেও ইহারা চলিতে পারে না। প্রথম ইহাদিগকে চারি পাঁচ মাইল পথ ভ্রমণ করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়, এক বৎসরের মধ্যে ইহারা দেড় শত মাইল পথ গমন করিতে শিখে, পর বৎসর তিন চারি শত মাইল এবং তৃতীয় বৎসরে যত দূর ইউক না যাইতে পারে। এক বার রোম নগর হইতে দুই শতটি কপোত বেলজিয়ামে প্রেরিত হয়। রোম হইতে বেলজিয়াম ৯০০ শত মাইল। ইহার পাঁচশত মাইল পথ ইহারা কখন ভ্রমণ করে নাই। ইহাদিগকে আপেনাইন ও আলপস্ পর্ব্বত শ্রেণী এবং সুইজারলাণ্ড অতিক্রম করিয়া আসিতে হইয়া ছিল। প্রথম কপোতটি এগার দিনে ও শেষটি একুশ দিনে বেলজিয়ামে পোঁছে। বিগত ফ্রাঙ্ক প্রসিয়া যুদ্ধে প্যারিস নগর যখন জারম্যান দিগের কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত ছিল, তখন এক দল কপোতকে ৫৬৭ মাইল পথ পরিভ্রমণ করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহার মধ্যে নয়টি আড্ডা ছিল, এবং এই নয়টি স্থানে ইহারা অবতরণ করিয়া তথাকার সংবাদ সকল লইয়া গমন করিত। এই ঘটনা দ্বারা তাহাদের আশ্চর্য্য মেধা, বুদ্ধি ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রকাশ পাইতেছে॥

—ইংলণ্ডের অন্তর্গত চেলসী নগরে একটী কৌতুকাবহ মকর্দ্দমা হইতেছে ॥ কোবরণ নামক এক ব্যক্তি তাহার প্রতিবেশী ম্যান সাহেবের নামে ইহাই বলিয়া নালিশ করিয়াছেন যে, তিনি কতক গুলি সাপ পুষিয়াছেন এবং ঐ সকল সাপ মাঝে ২ বাদীর বাগানে গিয়া অনেক সময় বিপদের কারণ হইতে পারে। অতএব উক্ত সাপ গুলি মারিয়া ফেলা হউক। ম্যান সাহেব বলেন যে, তাহার সাপ গুলি ভারি মূল্যবান, ও তাহারা কাহাকেও কিছু বলেনা, বিশেষতঃ তাহাদের উপর তাঁহার অত্যন্ত ভালবাসা হইয়াছে, এবং তিনি সাপ গুলি রাখিয়া কাহারো কিছু ক্ষতি করিতেছেন না। একজন সাক্ষীর জবানবন্দিতে প্রকাশ পায় যে, ম্যান সাহেবেরনিকট সাতটি সাপ আছে। ইহার চারিটী ইংলণ্ড দেশীয় ও অগরল সর্প। ইহাদের অবয়র অত্যন্ত সুন্দর এবং অন্যান্য পালিত জন্তুর ন্যায় ইহারা বাধ্য। আর তিনটীর মধ্যে একটি ইণ্ডিয়ান জাতীয় পিথান নামক সর্প, এটী ভারি শান্ত ও সম্পূর্ণ অহিংস্র। আর দুটি ব্রেজিল দেশীয় বোড়া সর্প, প্রায় ৭।৮ ফিট লম্বা ও আট নয় সের ভারি। ম্যান সাহেবের ছেলেরা ইহাদের সঙ্গে সদা সর্ব্বদা খেলা ও আমোদ করে। এই মকর্দ্দমার এখনো পর্য্যন্ত শেষ হয় নাই। ফল ম্যান সাহেব একটী আশ্চর্য্য বিষয় এত দিন পরে আবিষ্কার করিলেন যে, অন্যান্য জন্তুর ন্যায় সর্পও পালন দ্বারা বাধ্য হইতে পারে।

—আগ্রায় ডেঙ্গু জ্বরের এরূপ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে যে, সমুদয় কাছারী গুলি বন্ধ রহিয়াছে।

—সম্প্রতি লক্ষ্ণৌয়েতে ভারি মল্ল যুদ্ধ হইয়াছে। বিস্তর লোক জুটিয়া ছিল এবং যদি বৃষ্টি না হইত, তবে আরো বিস্তর লোক জুটিত। কৃষ্ণ বর্ণের এক জন মল্ল সর্বাপেক্ষা বল প্রদর্শন করে এবং সকলের নিকট বাহবার ভাজন হয়। এদেশেও পর্বে এই রূপ মল্ল যুদ্ধ মাঝে ২ দেখা যাইত কিন্তু ইংরেজী সভ্যতার বলে শরীর চালনা এখান হইতে প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। মানসিক উন্নতির ন্যায় শারীরিক উন্নতিও যে নিতান্ত আবশ্যক ইহা যত দিন আমাদের দেশীয় লোকে না বুঝিবেন তাবৎ এ দেশের ভদ্র নাই।

—গত জন সংখ্যা দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে যে, বাঙ্গালার অধিবাসীর সংখ্যা ৬৫০ লক্ষ। কলিকাতার পূর্ব্ব দিকের জেলা সকলে মুসলমানের সংখ্যা অনেক অধিক এবং ইহারা প্রায় দুইকোটী হইবে। বাঙ্গালার প্রত্যেক বর্গ মাইল ৬৪০ জন লোকের বসতি অর্থাৎ গড়ে প্রত্যেক তিন বিঘা ভূমি এক জনের অধিকারে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রত্যেক ব্যক্তি গড়ে সাত বিঘা জমি অধিকার করে।

—আমরা কোন স্থানে অবগত হইলাম যে, ইংলিশ ও ফরাসিস গবর্ণমেণ্টে চন্দননগর লইয়া কি লেখাপড়া হইতেছে ॥ কেহ কেহ অনুমান করেন যে ইংরাজেরা চন্দননগর ফরাসিস হইতে ক্রয় করিবেন তাহারই বন্দোবস্ত হইতেছে।

—হুগলী জেলার সর্ব্বনাশ হইল। সম্প্রতি স্থানে স্থানে জ্বর ও মরক এরূপ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে, লোকে চমকিয়া গিয়াছে। লোকে এমনি দিশাহারা হইয়া গিয়াছে যে, পুত্র মরিলে আর মাতা ক্রন্দন করিতেছে না, লোকে চিকিৎসা পরিত্যাগ করিয়াছে, ঈশ্বরের উপর আস্থা শূন্য হইয়াছে, লোকে হতাশ হইয়া পড়িয়াছে।

—ঢাকা প্রকাশ আমাদের জেল সম্বন্ধীয় প্রস্তাবের পোষকতা করিয়াছেন। আমরা ভরসা করি, অপর সম্পাদকেরা এই বিষয় লইয়া আন্দোলন করিবেন।

—বোম্বাইয়ের এক জন পঞ্জাবী মুসলমান আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখাইয়াছে। তথাকারপুলিস এ ব্যক্তিকে বদমায়েস সন্দেহ করিয়া ধরিতে যায়। সে একটী উচ্চস্থানে দাড়াইয়া আহার করিতেছিল। ইহারনিকট জিজ্ঞাসা করা হয় যে সে কে, তাহাতে সে কোন উত্তর না করিয়া এক গাছি লাঠি দ্বারা পুলিসের হাওলদারকে প্রহার করিতে যায় কিন্তু হাওলদার সরিয়া যাওয়ায় লাঠির আঘাত তাহার গায়ে লাগে নাই ॥ আর এক জন পুলিসের লোক তথায় উপস্থিত ছিল, সে একখানি লাঠী দ্বারা পঞ্জাবীকে প্রহার করে। পঞ্জাবী আঘাত খাইয়া একটি লম্ফ দিয়া প্রায় ত্রিশ ফিট নিচে আসিয়া পতিত হয়। পুলিসের লোক তাহার পশ্চাতে আইলে সে সমুদ্রে ঝাঁপ দেয় এবং সাঁতরাইয়া গিয়া একটী ক্ষুদ্র পর্বত আশ্রয় করে। এই পর্বতটী তীর হইতে এক হাজার হাত দূর ও তথায় দণ্ডায়মান হইয়া সে পুলিসের লোকদিগকে গালি দিতে লাগিল। পুলিসের কমিসনর ও ডেপুটী কমিসনরের নিকট খবর গেল। তাঁহারা উপস্থিত হইয়া দেখেন যে তথায় বিস্তর লোক আসিয়া জড় হইয়াছে। তাঁহারা উক্ত ব্যক্তির নিকট যাইতে উদ্যত হইলেন কিন্তু নৌকা না পাওয়াতে যাইতে পারিলেন না ও বাটী ফিরিয়া আইলেন। এদিকে দুই জন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব একখানি ভেলা প্রস্তুত করিয়া কতকগুলি লোক সঙ্গে করিয়া পঞ্জাবীকে ধরিতে চলিলেন। কিন্তু পঞ্জাবী পাথর নিক্ষেপ করিতে লাগিল ও কয়েকটী পাথরের আঘাত খাইয়া সুপারিণ্টেন্‌ডেণ্ট সাহেবেরা পলায়ন করিলেন। একটু পরে সে সমুদ্রের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। ইতি মধ্যে পুলিস কমিসনার সাহেব দুখানি নৌকা সমভিব্যাহারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পঞ্জাবীর পশ্চাৎ ২ এই দুখানি নৌকা চালিত হইল, আর একখানি নৌকা আসিয়াও জুটীল। দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত ইহাকে ধরিবার চেষ্টা করা হইল, কিন্তু কোন মতেই সে হস্তগত হইল না। অবশেষে চারিজন ইউরোপীয় কনষ্টাবল তাহার দিকে সাঁতার দিয়া চলিল তাহাকে প্রায় ধর ২ করিল কিন্তু কোন দিক দিয়া সে কোথায় পলায়ন করিল তাহা কেহ কিছু বলিতে পারিল না। পুলিসের লোকেরা আরো অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বৃথা চেষ্টা করিয়া অবশেষে হতাশ্বাস হইয়া বাটী ফিরিয়া আইলেন।

বিবিধ।

বাবু অক্ষয় কুমার দত্ত বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু ঢাকা সভার সহিত ব্রডলি সাহেবের কি সম্বন্ধ তাহার তিনি কিছু বিচার করিলেন না। এই ত্রিজগতে সম্বন্ধ পরস্পরে সকলের সহিত সকলের আছে। যাহার সহিত সম্বন্ধ থাকে তাহাকে সম্বন্ধী বলে। এ রূপ আমাদের ইংরাজ বাঙ্গালী কত লোকের সহিত সম্বন্ধ আছে তাহা কে নির্ণয় করিবে? গ্রহে সূর্য্যে সম্বন্ধ, জগতে জগতে সম্বন্ধ, দেশে দেশে সম্বন্ধ, জাতি জাতি সম্বন্ধ, ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডে সম্বন্ধ, ন্যাসনাল পেপার ও মিরারে সম্বন্ধ ও বাঙ্গালীর সহিত তাহাদের প্রভুর সম্বন্ধ। বলুন, অক্ষয় বাবু বলুন, ব্রডলি সাহেবে ও ঢাকা সভায় কি সম্বন্ধ।

বল বাবু অক্ষয় কুমার কিসের লাগিয়া।
ঢাকা হেন মহা সভা যায় গো উঠিয়া॥
কি সম্বন্ধ ব্রডলির ঢাকা সভা সনে।
কিসের লাগি মারামারি করে সভ্য গণে॥

কিন্তু অক্ষয় বাবুকে ডাকা বৃথা, তিনি সৌভাগ্য ক্রমে অদ্যাপি সিদ্ধি প্রাপ্তি হয়েন নাই, সুতরাং তিনি কিরূপে আমাদিগতে আবির্ভূত হইবেন। সম্বন্ধ তত্ত্ব নির্ণয়ে মুনিগণ লিখিয়াছেন—

হাতির সঙ্গে যুক্তি করি কামড়ালে শিকদারের কাণে।
সেই অবধি রামা নাপ্তির জলের সঙ্গে আড়ি॥

তথাহি সম্বন্ধ তত্ত্ব নির্ণয়ে ত্রয়োদশ স্কন্ধে।

বলদ পঞ্চানন তবে গেলেন যমের বাড়ী।
এক নৌকা জল ছেঁচে কার বাপের সাধ্যি॥

এখন বিচার করে দেখা যাউক যে রামানাপ্তির সহিত শিকদার মহাশয়ের সহিত কি সম্বন্ধ, কি বলদ পঞ্চাননের সহিত নৌকার কি সম্বন্ধ। তাহাহইলে ব্রডলি সহেব ও ঢাকা সভায় কি সম্বন্ধ তাহার কতক আভাস পাওয়া যাইবেক। যাঁহারা বৃথা গোল করিতেছেন, তাঁহারা যেন রামানাপ্তি, আর ব্রডলি সাহেব যেন শিকদার মহাশয়, কি যাঁহারা গোল করিতেছেন, তাঁহারা যেন বলদ পঞ্চানন ও ব্রডলি সাহেব যেন নৌকা। যথা—

ক্ষণ মপি সজ্জন সঙ্গতি রেকা।
ভবতি ভবার্ণবে তরণে নৌকা॥

এখন মিলাইয়া লও। ঢাকা সভায় সভ্যগণের অনুমতি লইয়া ব্রডলি সাহেব নূতন ফৌজদারি কার্য্য বিধি আইন সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সেই বক্তৃতায় ব্রডলি সাহেব এক জন সিবিল কর্ম্মচারী হইয়াও উক্ত আইনের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন সন্দেহ করিয়া তাঁহার প্রতি কাম্বেলসাহেব ক্রুদ্ধ হয়েন কিন্তু পরে ব্রডলি সাহেব এরূপ করেন নাই শুনিয়া আবার সন্তুষ্ট হইয়াছেন। মাঝে থেকে ঢাকা সভা যায় যায় হইয়াছে। সে দিবস এক বৃহৎ সভা হয়, উপস্থিত অনেক লোক ছিলেন। পরে এক সভ্য বক্তৃতা করিলেন যে, ব্রডলি সাহেব সম্বন্ধে এক খানি পত্র সম্বাদ পত্রে, সভার সম্মতি না লইয়া সম্পাদক ছাপাইলেন কেন? অতএব তিনি বড় দুঃখিত হইলেন।

আর এক জন এই রূপ বক্তৃতা করিলেন।

২ সভ্য। ব্রডলি সাহেবের প্রতি কাম্বেল সাহেব ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, সেই নিমিত্ত আমাদের সভার প্রতি ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত।

৩ সভ্য। ঢাকা সভা উঠাইয়া দেওয়া উচিত যেহেতু ব্রডলি সাহেব সম্পৃক্ত হইয়াছেন।

৪ সভ্য। আমি সভা পরিত্যাগ করিলাম যে যেতু মিরারের পত্র প্রেরক এরূপ মিথ্যা কথা লেখেন কেন? অনেক তর্কের পর সভা ভঙ্গ হইল বটে, কিন্তু ব্রডলি সাহেবের সঙ্গে ঢাকা সভার কি সম্বন্ধ তাহা আর নির্ণীত হইল না।

পুস্তক সমালোচনা।

রাসয়ন সারসংগ্রহ—শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন প্রনীত। এইরূপ পুস্তক সকল করুণা দৃষ্টিতে দেখা কর্ত্তব্য। বাঙ্গলা ভাষায় ইউরপীয় রসায়ন শাস্ত্র বোধ হয় এই প্রথম প্রকাশ হইল, সুতরাং প্রিয়নাথ বাবু একজন পথ প্রদর্শক। যাঁহারা নুতন পথ দেখান তাঁহারা মনুষ্যর হিতকারী, সুতরাং তাঁহারা ভাল পরিষ্কৃত কণ্টক শূন্য পথ দেখাইতে পারিলেন না বলিয়া তাঁহাদের প্রতি দোষারোপ করা অন্যায়। যাঁহারা পথ দেখাইবেন তাঁহারা যে সে পথ পরিষ্কারও করিবেন এমন কোন কথা নাই। যাঁহারা পথ দেখাইবেন, তাহাঁরাই যে স্কন্ধে করিয়া সেই পথ অতিক্রম করাইবেন এমনও কোন কথা নাই। এই নিমিত্ত প্রিয়নাথ বাবু আমাদিগের ধন্যবাদের পাত্র। গ্রন্থকার অতি সরল ভাষায় ও অতি সংক্ষেপে লিখিয়াছেন, তবে এই পুস্তকে দুইটি আপত্তি আছে। এরূপ পুস্তক লিখিতে গেলে ইংরাজি শব্দ বাধ্য হইয়া ব্যবহার করিতে হয়, কিন্তু তবু গ্রন্থকার আমাদিগের বিবেচনায় ইংরাজি শব্দ অতিরিক্ত রূপে ব্যবহার করিয়াছেন। আর একটি দোষ এই। ইউরোপীয় রসায়ন শাস্ত্র বাঙ্গলা ভাষায় লিখিতে গেলে উহা এদেশীয়দিগের উপযোগী করা উচিত, কিন্তু প্রিয়নাথ বাবু তাহার চেষ্টা করেন নাই।

স্ত্রীলোকের উন্নতি—শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মুঙ্গের সভায় স্ত্রীলোকের উন্নতি বিষয়ক প্রবন্ধটি ইংরাজিতে পাঠ করেন, তাহাই পুস্তক আকারে মুদ্রিত হইয়া একখণ্ড এখানে প্রেরিত হইয়াছে। যাঁহারা স্ত্রীলোকের উন্নতির সম্বন্ধে পুস্তকাদি লিখেন, তাঁহারা হয় মহাশয় ব্যক্তি নতুবা দরিদ্র। আমাদিগের দেশে স্ত্রীলোকের অবস্থা কোন কোন বিষয়ে অতি শোচনীয়, যাঁহারা ইহা দেখিয়া দুঃখিত হন, তাঁহারা তাঁহাদের কোমল হৃদয়ের ও উদার চরিত্রের পরিচয় দেন। আবার গ্রন্থ লেখার সাধ এখন দেশে পীড়ার স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। অথচ জগদীশ্বর সকলকে সমান ক্ষমতা দেন নাই। যাঁহারা এই ক্ষমতার দরিদ্র, তাঁহাদের এই পিপাসা নিবৃত্তি করিবার এক মাত্র উপায় স্ত্রীলোকের দুঃখে দুঃখ ও স্ত্রীলোকের অবনতিতে ক্রন্দন করা। দুর্গাপ্রসন্ন বাবু কোন দলের তাহা তাঁহার পুস্তক পড়িয়া ঠিক জানিবার যো নাই। যদি তিনি শেষোক্ত দলের হয়েন, তবে আর কি বলিব, কিন্তু যদি তিনি প্রথমোক্ত শ্রেণীস্থ হয়েন, তবে তিনি জগতের প্রণম্য।

মুল্য প্রাপ্তি।

বাবু প্রাণকৃষ্ণ দত্ত বাগবাজার	৪
বাবু কেদারনাথ চক্রবর্ত্তী কারাগোলা। পীরপৈঁতী	৪৷৷০
"ভুবনেশ্বর শর্ম্মণ রায় বেরিলী	৪৷৷০
"চন্দ্রনাথ দত্ত বাহির শিমলা।	৬৷৷০
রাও যোগেন্দ্র নারায়ণ, রায়বাহাদুর বহরমপুর	১০
বাবু গঙ্গাচরণ ঘোষ চাকদহ।	৭
"মুন্সিরসমালী খাঁচৌধুরী চাকদহ।	৮
বাবু হরিনাথ চক্রবর্ত্তী মাহিগঞ্জ রংপুর	৮
"প্রাণহরি ঘোষ দৌলাতগঞ্জ নদিয়া।	৪
" প্রতাপচন্দ্র বসু যশোর	২
"রুদ্রনাথ বড়ুয়া নোয়াগাঁ। আসাম	৫
"বৃন্দাবনচন্দ্র মণ্ডল চুঁচড়া।	১০
"বিশ্বম্ভর বসু কটক	১০
"আনন্দী-কিশোর দাস হাউলী মোহনপুর মঙ্গলদয়, আসাম	৪৷৷০
"দেবনাথ দত্ত চৌধরী চাঁপাতলা।	৬৷৷০
"কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কটক	৫
"তারাবিলাস মিত্র মুরাদনগর, ত্রিপুরা।	১০
"রাধাচরণ বন্দোপাধ্যায় বৌবাজার	২৸০
"অমৃতকৃষ্ণ বসু শোভাবাজার	৬৷৷০
"কৃষ্ণচন্দ্র শীল, নিকোল ফ্লেমিং কোং কলিকাতা	২
"রামকৃষ্ণ সেন, ঢাকা।	৮
"তারিণীচরণ সেন, রংপুর	৮

প্রেরিত।

আসামের ডেপুটী কমিসনার ও আমলাগণ।

মহাশয়! একদিবস ডেপুটী কমিসনার সাহেবের কার্য্যালয়ে গমন করিয়া দেখিলাম যে, স্বর্গীয় হুজুর ধাধা করিয়া হেট মুণ্ডে কাছারী আসিতেছেন। কিঞ্চিৎ ক্ষণ চারি দিক দৃষ্টিপাত করিয়া যখন স্বীয় আসনোপরি উপবিষ্ট হইলেন তখন দেখিলাম ছোট ছোট আমলাগণ সম্মুখে দণ্ডায়মান। পাখা ওয়ালা কাষ্টাসনে বসিয়া স্বীয় কার্য্য নির্বাহ করিতে লাগিল, চাপরাসি ও পেয়াদ গণউপযুক্ত আসনে উপবিষ্ট হইয়া পশ্চাৎ দিগ হইতে প্রভুর আদেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, কিন্তু কি দুঃখের বিষয় ৮০ কিম্বা ১৬০ টাকা বেতনের কর্ম্মচারিগণ এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত জন্তুর মতন পাদুটীতে ভর দিয়া রহিলেন এবং শ্রীযুতের ভাব ভঙ্গীতে আমার অনুমান হইল, এপ্রকার সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচারিগণ উক্ত অবস্থায় থাকাতে তাঁহার যেন হাকিমত্ব অধিক বৃদ্ধি হইল। আমলাগণের এই প্রকার সমাদর দেখিয়া আমার মনে এই ভাব উদয় হইল যে আমি কেন আমলা হইলাম না। তাহা হইলে আমার কপালেও ত এই প্রকার আদর ঘটিত!! মহাশয়! আজ কাল আমাদের ছোট কর্ত্তাটি সকল নিয়ম সুনিয়ম করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তিনি কৃপা পূর্বক আমলা ও কেরাণী গণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাদের পা দুইটীর বিশ্রাম শক্তি প্রদান করেন তাহা হইলে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

একজন দেশহিতৈষী জমিদার।

মহাশয়! হুগলী জেলার অন্তর্গত সুলতানগাছা নামে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। গ্রামটী আয়তনে অতি সামান্য বটে কিন্তু ইহাতে অনেক ভদ্রলোকের বসতি। তত্রত্য শ্রীযুত বাবু মধুসুদন মুখোপাধ্যায় ইহার জমিদার। মধুসুদন বাবু এই স্থানের ভূষণ স্বরূপ! তাঁহা অপেক্ষা প্রজাবৎসল, পরোপকারী জমিদার আমার চক্ষে পড়ে নাই। গ্রামস্থ রাস্তা ঘাট দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়, বস্তুত অল্প পল্লীগ্রাম তদবস্থ দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণের বিদ্যা শিক্ষার্থ মধু বাবুর যত্নে ও একমাত্র তাঁহারই ব্যয়ে এখানে একটী উচ্চ শ্রেণীস্থ ইংরেজী বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহার শিক্ষক সংখ্যা সাত জন এবং প্রধানতম শিক্ষকের বেতন মাসিক এক শত টাকা। ইহার শিক্ষাকার্য্য অতি সুচারুরূপে চলিতেছে। এতদ্ব্যতিরেকে মধু বাবু একটী দাতব্য চিকিৎসালয় সংস্থাপন করিয়া তাহা জনৈক সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন এটীও তাঁহার নিজের ব্যয়ে চলিতেছে। অত্রত্য এপিডেমিক ফিবর প্রপীড়িত নিরুপায় ব্যক্তিগণের এতদ্দারা যে কত উপকার হইতেছে তাহা বর্ণনাতীত। তাঁহার অতিথিশালার বিষয় শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। প্রত্যহ প্রায় ৫০ জন বিদেশী পথিক এই স্থানে সমাদরে গৃহীত হয়। এ বৎসর এ প্রদেশে বৃষ্টির অল্পতা প্রযুক্ত সুন্দররূপ ফসল হয় নাই। তন্নিবন্ধন আগামী বৎসর দুর্ভিক্ষ অন্তত আহার সামগ্রী দুর্মুল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইবার সম্ভাবনা। পুনর্বার দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া পাছে তাঁহার প্রজা এবং সামান্যতঃ নিরুপায় ব্যক্তিদিগকে অনাহার কষ্টে নিক্ষেপ করে, এই আশঙ্কা করিয়া মধু বাবু অপর্য্যাপ্ত চাউল ডাউল প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতেছেন এবং তিন মাস পর্য্যন্ত ৫শত দরিদ্র ব্যক্তিকে আহার সামগ্রী প্রদান করিতে সংকল্প করিয়াছেন। শেষোক্ত দৃষ্টান্তটী মধু বাবুর স্বদেশানুরাগ ও পরহিতেচ্ছার সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ। তাঁহার ক্ষুদ্র কার্য্যগুলির উল্লেখ করিতে হইলে পত্রিকার কলেবর আরও বৃদ্ধি হইবেক বলিয়া তাহা স্পর্শ করিলাম না।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে 'রায় বাহাদুর' উপাধি প্রকৃত যোগ্যতার পুরস্কার স্বরূপ অর্পিত হয় তাহা হইলে আমাদের মতে মধু বাবু তাহার সম্পূর্ণ যোগ্য। মান্যবর শ্রীযুক্ত লেপ্‌টনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর মধু বাবুর মহৎ কার্য্যকলাপের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া যথোচিত পুরস্কার প্রদানে তাঁহার উৎসাহ বর্দ্ধন করেন ইহা আমাদের ঐকান্তিক ইচ্ছা।

কলিকাতা

বশম্বদ
শ্রীজগদীশ চন্দ্র বসু।

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা বুক এজেন্সী আফিস

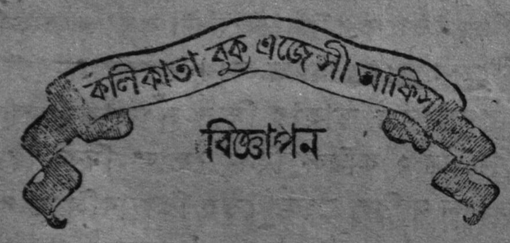

বিজ্ঞাপন

আমরা সাধারণের উপকারার্থে উপরোক্ত কার্য্যালয় সংস্থাপিত করিয়াছি। যাহাতে বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র ও কর্তৃপক্ষীয় ব্যক্তিরা কলিকাতার নিয়মে পুস্তকাদি প্রাপ্ত হইতে পারেন তাহাই আমাদিগের অভিলাষ।

যাঁহাদিগের পুস্তকাদির প্রয়োজন হইবে তাঁহারা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট পত্র লিখিলেই পাইবেন। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত বিদেশে পুস্তকাদি প্রেরণ করা যায় না ও কমিশন দেওয়া হয় না

কলিকাতা) শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত।
নর্ম্ম্যালস্কুল) কলিকাতা বুক এজেন্সী আফিসের ম্যানেজার

(১২৭৮ সালের ৯ আইন)

চুক্তি বিষয়ক বাঙ্গালা ভাষায় নুতন আইন প্রতি ধারার টিকা ও বিশেষ ব্যাখ্যা করিয়া সাক্ষ্য বিষয়ক নুতন [১] আইনের দুর্ব্বোধ্য ধারা ও পদ সমূহের সরলার্থ সম্পাদন সহকারে ৭ই শ্রাবণীয় এডুকেশন গেজেটের বিজ্ঞাপনানুযায়ী অতি সুল্পা [ডাক মাসুল শুদ্ধ ১৷৷৵] মূল্যে কেবল তাঁহারাই পাইবেন যাঁহারা এযাবৎ স্বাক্ষর করিয়াছেন এবং আগত ৫ই সেপ্টেম্বরের পূর্ব্বে অগ্রিম মূল্য সম্বলিত স্বাক্ষর করিবেন। অপরের পক্ষে ৩ টাকা মাত্র। অর্দ্ধ আনার টীকীট গ্রাহ্য; কিন্তু টাকা প্রতি /০ আনা হিসাবে বৃদ্ধি দিবেন। অনেকে মিলিয়া নোট পাঠাইলে বৃদ্ধি লইব না, বরং খুজরা পরিমাণ ফেরত দিব। মনি অডারও অগ্রাহ্য নহে। পূর্ব্ব স্বাক্ষর কারীদের মধ্যে যাঁহারা মূল্য অগ্রিম দেন নাই তাঁহারা সত্বর পাঠাইবেন।

শ্রীরসিকচন্দ্র বসু, প্লীডর
পিরিজপুর, জেলা বরিশাল

ডাক ঘর সম্পকীয় আইন ও সারক্যুলার প্রভৃতির সার সংগ্রহ "কার্য্য বিধি" নামক পুস্তক বঙ্গভাষায় মুদ্রিত হইয়াছে। ডাক ঘরের সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মচারীগণের ব্যবহারোপযোগী, প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য বার আনা ডাক মাশুল এক আনা, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

শ্রীপ্রতাপ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় পোষ্টাপিশ
বরিশাল

দাউদের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

স্কট টমসন এণ্ড কোম্পানির ঔষধালয়ে গোয়াপাউডর নামক দাউদের এক অতি আশ্চর্য্য ঔষধ বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে। চর্ম্ম রোগের মধ্যে দাউদ রোগ ভারি কঠিন ও একবার হইলে আর প্রায় সারে না। এমন কি অনেকের যাবজ্জীবন এই রোগ ভোগ করিতে হইয়াছে কিন্তু গোয়া পাউডারে উহা নিশ্চয় আরাম হইবে। ঔষধ ব্যবহার করিতে জ্বালা যন্ত্রণা কিছু নাই। ঔষধের শিশি যে মুদ্রিত কাগজ দ্বারা মণ্ডিত উহাতে ঔষধ কি রূপে ব্যবহার করিতে হইবে তাহা সবিশেষ রূপে বর্ণিত আছে। ইহার মূল্য ১।০ সিকা।

স্কট টমসন এণ্ড কোঃ
১৫ নং গবর্ণমেণ্টে-প্লেস

বিজ্ঞাপন।

এই এক নূতন!
আমার গুপ্ত কথা!!
অতি আশ্চর্য্য!!!

প্রথম, দ্বিতীয়, ও তৃতীয় পর্ব্ব পুস্তকাকারে বাঁধা হইয়া বিক্রিত হইতেছে মুল্য ১ম পর্ব্ব ৫০আনা, ২য় পর্ব্ব ৶০ আনা, ৩য় পর্ব্ব ৶০ আনা, ডাকমাশুল তিন খণ্ড একত্রে ।/০ আনা, খণ্ডে খণ্ডে স্বতন্ত্র দুই দুই আনা চতুর্থ পর্ব্ব প্রতি সপ্তাহে ফর্ম্মায় ফর্ম্মায় ছাপা হইতেছে, কি ফর্ম্মার মূল্য দুই পয়সা। মফস্বলে রীতি মত ডাক মাশুল আছে। বাঁধান পুস্তক যদি কেহ এক কালে দশ খণ্ডের অধিক গ্রহণ করেন, তবে শত করা ১২৷৷০ টাকার হিসাবে কমিসন বাদ পাইবেন। কলিকাতা শোভাবাজার শ্রীযুক্ত কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুরের বাটীতে আমার নিকট প্রাপ্য।

শ্রীঅমৃত কৃষ্ণ ঘোষ

অমৃত বাজার পত্রিকা।

অগ্রিম মুল্য।

	কলিকাতার নিমিত্ত	মফঃস্বলের নিমিত্ত
বার্ষিক	৬৷৷০	৮
ষাণ্মাসিক	৩৸০	৪৷৷০
ত্রৈমাসিক	২৵০	২৸০
এক খণ্ড	।০	।১০

অনগ্রিম মূল্য।

বার্ষিক	৮৷৷০	১০

বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য।

প্রতি পংক্তি

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার	৵
চতুর্থ ও ততোধিকবার	/১০

গ্রাহক গণ যখন অমৃত বাজার পত্রিকার মূল্য পাঠান, তখন যেন তাহা রেজিষ্টারি করিয়া পাঠান।

যাঁহারা ষ্ট্যাম্প টিকিট দ্বারা মুল্য পাঠান তাহারা যেন টাকায় নিয়মিত অর্দ্ধআনা কমিসন সম্বলিত অর্দ্ধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠান।

ব্যারিং কি ইনসাফিসিয়াণ্ট পত্র আমরা গ্রহণ করিনা।

এই পত্রিকার মূল্য বাবদ বরাৎ চিঠি মনি অর্ডর প্রভৃতি যাঁহারা পাঠাইবেন তাঁহারা কলিকাতা বহুবাজার হিদেরাম বাড়ুয্যের গলি ৫২ নং বাটীতে শ্রীযুক্ত চন্দ্র নাথ রায়ের নামে পাঠাইবেন।

এই পত্রিকা কলিকাতা বহু বাজার হিদেরাম বন্দোপাধ্যায়ের গলি ৫২ নং বাটি হইতে প্রতি বৃহস্পতিবারে শ্রীচন্দ্রনাথ রায়ের দ্বারা প্রকাশিত।